শান্তি

সাধক-কবি

সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শান্তি

সাধক-কবি

সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৫ বাংলা

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ২'০০ টাকা] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র ।

মুদ্রণ-সংখ্যা ২০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম।
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১
[1978]

ALL RIGHTS RESERVED

প্রথম সংস্করণের প্রকাশক
সুরেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
চাঁদপুর, ত্রিপুরা

প্রথম সংস্করণের মুদ্রক
বি, সি, বর্ম্মণ
শক্তি প্রেস, স্বামী বাগরোড, ঢাকা
শ্রাবণ, ১৩১৮ বাংলা সন।

দ্বিতীয় সংস্করণ-প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

Trivanga Mohan De
Marui Bazar, P.O.- Bishnupur,
Dist.—Bankura.
Pin— 722122

প্রকাশকদের নিবেদন

এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের পাঁচ সাতটী জেলার প্রায় সর্ব্বত্র মাঠে ঘাটে এক সাধক-কবির রচিত ও স্বরারোপিত সঙ্গীত-লহরী সর্ব্বদা শোনা যাইত। তিনি হইতেছেন শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের পিতৃদেব পূজ্যপাদ সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার রচিত সঙ্গীত "শুধু সে রেখে গেল চরণ-রেখা গো" ত' নিখিল ভারতের সর্ব্বস্থানের বাঙ্গালী পরম উৎসাহে গাহিয়াছেন। তাঁহার তিপ্পান্নটী গান "শান্তি" নামে ১৩১৮ বাংলা সালের শ্রাবণ মাসে ঢাকা স্বামীবাগ শক্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছিল। গায়ক-সমাজে গ্রন্থখানার বিশেষ সমাদর আছে জানিয়া আমরা তাহার পুনর্ম্মুদ্রণ করিয়া দিলাম। সম্ভব হইলে আরও কতকগুলি গান পরিশিষ্টে সংযোজন করিবার চেষ্টা করিব। আশা করি, তাহাতে সঙ্গীতামোদী ধর্ম্মপ্রাণ গায়কদের আনন্দ বৰ্দ্ধিতই হইবে। ইতি—আশ্বিন, ১৩৮৫

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী-১

নিবেদিকা
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী,
ব্রহ্মচারিণী সংহিতা দেবী

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

সাধক-কবি
সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

Trivanga Mohan De
Marui Bazar, P.O.- Bishnupur,
Dist.—Bankura.
Pin— 722122

উৎসর্গ

যিনি আমাকে ভালবাসেন,—যাঁহার স্নেহ-ভালবাসার শুভ দৃষ্টি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের একমাত্র লক্ষ্য,—যাঁহার প্রীতি-পবিত্র মধুর কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণে কৃতার্থ রহি,—যাঁহাকে ভালবাসিয়া ভালবাসার উচ্চসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছি,—যাঁহার সাদর সম্ভাষণ আমার দুস্থ হৃদয়ে শান্তির ললিত-সুন্দর আলেখ্য মুদ্রিত করিয়া দেয় ; আজ তাঁহারই করকমলে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানা ভালবাসার অযোগ্য প্রতিদানরূপে প্রদত্ত হইল।

ঢাকা
১৩১৮ সন, শ্রাবণ

চিরস্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

গ্রন্থকারের নিবেদন

আমি কবিও নহি, গায়কও নহি। তবে সঙ্গীত রচনা করিবার একটু সাধ ছিল, তাই কষ্ট করিয়া দুই চারিটা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। কিন্তু উহা গায়কের চিত্ত-বিনোদনের কতদূর উপযুক্ত হইয়াছে, সহৃদয় গায়কই তাহা জানেন।

সঙ্গীতে আমার অধিকার নিতান্ত অল্প, তাই উহার তাল ও রাগিণী সংযোগ কতক পরিমাণে পরের সাহায্যে হইয়াছে। এমতাবস্থায় সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ সুর-সংযোগ করিয়া লইলেই বোধ হয় ভাল হইবে।

গ্রন্থকার

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

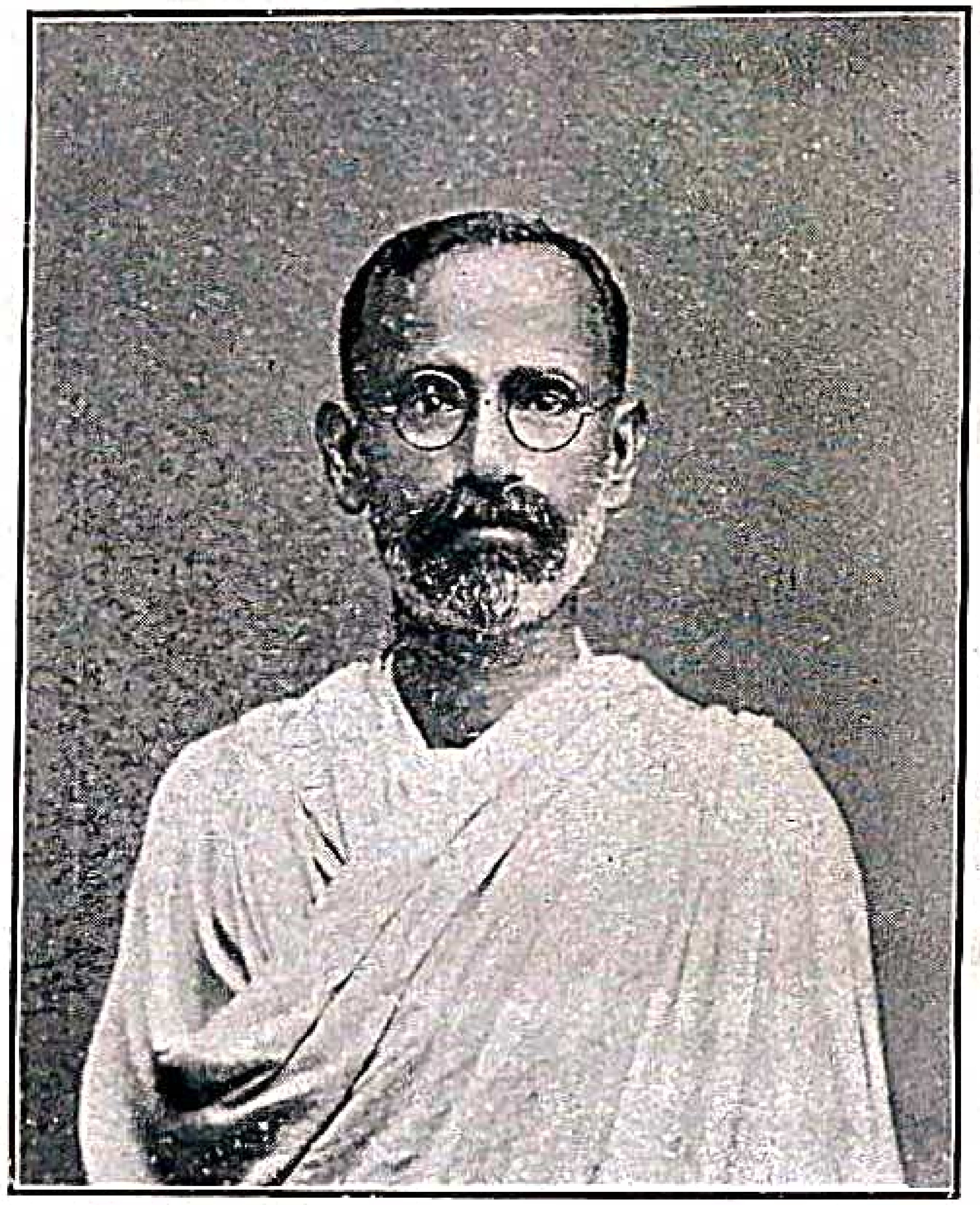

সাধক কবি
সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শান্তি

—০—

প্রিয়জন

আমার, হৃদয়ের প্রীতি-কুসুমের মালা
কা'র গলে, প্রভু, পরাব গো!
আমি, কা'রে হাসিমুখে পরশি' পুলকে
হৃদয়ের কথা কহিব গো!

কে মোরে ভাবিবে আপনার জন,
কে আমার মনে ঢালিবে মন,
কে আমার দুখ-কন্টক-বনে,
শান্তি-মাধুরী ঢালিবে গো!

কা'র চারুমুখ-সুহাস নিরখি,'
জুড়াইবে চির-পিপাসিত আঁখি,
কা'র স্নেহ-নীর-অতল-গভীরে
ডুবিবে অলস হৃদয় গো!

কে ভাঙ্গিবে মোর মোহ-খেলাঘর,
কে দেখাবে সেই অমিয়-নিঝর,
শান্তি যেখানে আপনি ডাকিয়া,
নিরাশে জাগায়ে তোলে গো।

——

ঝিঁঝিট-একতালা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

পুণ্য-ভূমি

পুণ্য-মহিম-শান্তি-সলিল-ধৌত তোমারি সদনে,
মোরে নেও গো বিভু সেখানে।
যেথা, উড়িছে বিজয়-কেতু তোমারি,
আলোড়ি' নীরব বিমানে!

যেথা, কুসুম-মধুর-গন্ধ
করে, তব প্রেমে প্রাণ-অন্ধ,
সান্ধ্য-ললিত-কূজন-মাধুরী
করে প্রাণ প্রীতি-বন্ধ,
যেথা, বাক্য তোমারি গাহিছে মহিমা
চিত চির-নত চরণে।

আর, সহেনা এদেশ-দুঃখ,
যেথা, স্বার্থ-বচন রুক্ষ,
বিঁধিছে নিয়ত দগ্ধ শলাকা,
ভুলায়ে রেখেছে মোক্ষ,
তাই, লহ কোলে তুলি' প্রভু গো আমার
ভু'লে যাই মোহ-শাসনে।

পিলু-খেমটা।

আর কেন?

কেন ভুলে তাঁরে, আছ রে আঁধারে,
বারেকের তরে তাঁরে ভেবে দেখ মন।
ধন-জন-পরিবার, সকলই জে'নো অসার,
অনিত্য মায়া-কুহকে করিছ ভ্রমণ।

ক্ষণেক দামিনী যথা জলধর-ক্রোড়ে,
রাখিতে পারিতে যদি তাঁরে হৃদাধারে,
দূরে যে'ত পাপাচার,
বৃথা বিষয়-বিকার,
অনন্ত সুখ সম্পদ হইত বিধান।

ভালবেসে দেখিয়াছ জগত-সংসারে,
পেয়েছ কি ভালবাসা বাসনি যাহারে?
প্রতিধ্বনি বনে যথা,
শুনা যায় নিজ কথা,
সংসারের ভালবাসা জানিও তেমন।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

বিদেশে দুর্গম পথে বন্ধু সবে সবাকার,
সংসারের ভালবাসা তেমনি জানিও সার,
তাই বলি ওরে মন
ওপদে প্রাণ অর্পণ
কর, তবে দূরে যাবে এভব-দহন।

ভৈরবী-কাওয়ালি

বিবর্ত্ত

দুদিনে সব ফুরায়ে যায়!
প্রমোদের বিলাস-লীলা,
প্রলয়ের বিলয়-খেলায়।

বাসনার মুগ্ধ-বাঁধন,
প্রণয়ের শান্তি-সেচন;
সকলি যায় শুকায়ে,
নিরাশার শুষ্ক বেলায়।

সোহাগের মধুর গীতি,
বিরহের নিত্য ভীতি,
আপনি যায় গো ভেসে,
নূতনের নূতন ভাষায়।

চেয়ে থাক বিধির পানে,
সুরু শেষ সব যে জানে,
বিকাশের নিয়ম ধ'রে
নিত্য নূতন সব যে গড়ায়।

বেহাগ-খেমটা

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

কামনা

ওরা জানে শুধু ছলনা।
ওরা আসি সদা কাছে,
বসি' হৃদি-পাশে
কহে আশা-মাখা-বাসনা।

ওরা মুগ্ধ-মধুর রাগে,
হৃদি মাঝে সদা জাগে,
কত সান্ত্বনা ভাষি'
অমিয়ের রাশি
দেখায়ে, নিকটে রহে না।

ওরা কে'ড়ে নিয়ে প্রাণ-চিত্ত,
হৃদয়-মধু-মহত্ত্ব,
ভালবাসা-নীরে
ডুবাইয়া ধীরে
চ'লে যায়, ফিরে চাহে না।

ওরা প্রীতি-সুধা-মধু-বাচ্যে
নেয়গো ওদেরি রাজ্যে,
শেষে পড়ি' মোহজালে
লিখি নিজ ভালে,
শোক-দুখ-তাপ-তাড়না।

প্রভো রহিব, কি চির-আর্ত্ত,
হবে কি বাসনা ব্যর্থ?
ডুবাও আমারে,
স্নেহ-সুধা-নীরে,
ওরা ভেসে যাক পেয়ে যাতনা

পিলুমিশ্র, জলদ একতালা

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

অনুযোগ

আমি ন'লে না জান্‌তেম নাথ,
তোমারো ছিল না জানা,
তব, শান্তি পূর্ণ এ সংসারে,
সইতে হবে বিড়ম্বনা ?

অসীম দয়া তোমার হেরি হে প্রভু লীলাময়,
মঙ্গল-আলয় তুমি, সর্ব্ব-অমঙ্গল-লয়,
সর্ব্বজীব-জীব তুমি,
তুমি প্রভু সর্ব্বময় ;
তবে কি যেচে এনেছি
তোমারি কলঙ্ক-কণা ?

কর্ম্মদোষে সবই ঘটে, তবে যে তোমাকে কই ;
শুধু, বান্ধব দেখিনা কোথা, বলিতে তোমাকে বই;
তাই, যা' যবে করাও মনে
বলি শ্রীপদ-সদনে,
এ যে, তোমার কথা তোমার কাছে
বলি, কেবল মন বোঝে না।

এ মায়া প্রপঞ্চময়-সুর।

অকৃতজ্ঞ

আমায় তাড়াও তোমার রাজ্য হ'তে।
তুমি ভাঙ্গ আমার আশার বাসা,
শূন্য হৃদয়, পদাঘাতে।

আমি, নিত্য পাপের পথে চলি,
কত দুঃখ তাপে জ্বলি,
তবু, প্রেমামৃত যাইগো ফেলি,
তুমি, তু'লে দিলে আপন হাতে।

তুমি, দিলে কত বন্ধু-স্বজন,
কত, পরকে এ'নে করলে আপন,
কত, ভাঙ্গলে আমার অসার স্বপন,
তবু গো প্রাণ নাই তোমাতে !

কত, রুদ্ধ দুয়ার দিলে খু'লে,
কত, স্নেহের সুধা দিলে তু'লে,
তবু আমি রইলেম ভুলে,
তোমার, স্মৃতি-চিহ্ন নাইক' চিতে !

প্রসাদীসুর-পোস্ত

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

আনন্দ-বাজার

আমার আনন্দ-বাজার।
সে যে চির-শান্তি-বিরাজিত
অখিল সংসার।

হেথা পেয়েছি যে আমি,
বান্ধব, জনম-ভূমি,
প্রণয়ের বিনিময়ে
প্রণয় অপার।

হেথা জুড়াতে হৃদয়-ব্যথা,
প্রীতির অফুরন্ত কথা,
ভক্তি-প্রীতি স্নেহ-স্মৃতি
শান্তি সুধাধার।

প্রভু দেহ চির-জাগরণ,
যেন তোমারি চরণ
তোমারি আলয়ে ব'সে
ভাবি অনিবার।

বারোয়া-ঠেস কাওয়ালি।

সঙ্কোচ

আমি, কোন্ লাজে আজ ডাকিব তোমারে.
চাহিব তোমারি করুণা।
আমার, থাকিতে সময় চাহেনি হৃদয়
ভাবিতে তোমারি ভাবনা।

আশা দিয়ে যারা ডেকেছিল কাছে,
চলে গেছে তারা কোথা কোন্ কাজে ;
বলিতে আমার হায়, হৃদে বাজে,
আছে শুধু স্মৃতি-তাড়না।

সাধে গড়া আশা হয়েছে গো শেষ,
ভেঙ্গেছে হৃদয়-মধুর-আবেশ,
নাহি গো এ প্রাণে শুভ আশা-লেশ,
আছে শুধু ভীতি-ভাবনা।

আমি, তব স্নেহ-লিপি ফেলেছি মুছিয়া,
আশীষ-কিরণে রেখেছি ঢাকিয়া,
কলুষ-কল্মলে এনেছি ডাকিয়া,
গড়েছি হৃদয়-বেদনা।

২

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

আমি, কোন লাজে প্রভু বলিব তোমারে,
জাগ গো এ দীন-হৃদয়-তিমিরে,
জুড়াইতে প্রাণ সরস সমীরে,
মুছাতে আঁধার-কালিমা।

অসময়ে প'ড়ে মনে হ'ল আজ,
কেন ও চরণে করিব হে লাজ,
তুমি, সকল হৃদয়ে করিছ বিরাজ,
পূরুক তোমারি বাসনা।

———

ললিত ভয়রো-একতালা।

স্বপ্ন পুলক

মাগো, স্বপন ফুরাল স্বপনে,
সে যে, চপলা-চপল-খেলা নিশি-যাপনে।

কত চারু মধুর আশা, শান্তি-শীতল ভাষা,
কত আকুল সোহাগ গো
জাগি' মরমে নিশি-শয়নে,
আমায় ভুলায়ে রাখে গো
আবার, সকলি ফুরায়ে যায় জাগরণে।

কেন এ বৃথা ছলনা, কেন নিরাশ-বাসনা,
এত ভালবাসা কেন গো—
যাহে চাহিনি কভু জীবনে,
তবু অধীর করে আমারে
তাহে মুছিয়া লহগো তব স্নেহ-সদনে।

———

লুম ঝিঁঝিট-কাওয়ালি

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

যমুনা

আজিও যমুনে বহিছ তেমনি,
কি সুখ-বিলাস-আশে !
পেয়েছ কি সেই পুলিন-বিহারী,
প্রেম-হৃদয়-রাজে ?

আজিও কি বাজে তব ও পুলিনে,
সে মোহন-বাঁশী মধুর নিঃস্বনে ;
জান যদি তবে কহলো যমুনে,
পাব কি হৃদি-বিলাসে !

আজিও কি সেই গোপবালা কুল,
পিয়াস-বহুলে অবশ আকুল,
আসে কি এ তটে ত্যজি নিজকুল,
ঠেলি পায়ে লোক-লাজে ?

শুকায়ে গিয়েছে সে আশা-মুকুল,
হেরিবে এ তটে গোপিনী-প্রতুল-
বেষ্টিত, মুরারি হিয়ার হৈম-ফুল,
সে সুখ বিহার রাসে।

তাই কি যমুনে এত বিষাদিনী,
পুণ্য-বারি-ধারা পীযূষ-বাহিনী ?
আসে না এ তটে রাই সোহাগিনী,
সুখ-সুমধুর হাসে ?

সমদুখী মোরা ওইলো যমুনে,
বহে বারি-ধারা উভয় নয়নে,
আয় কেঁদে দেখি আকুল পরাণে,
আসে কি পুলিন-পাশে !

———

জয়জয়ন্তী মল্লার-একতালা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

রূপ বিলাস

ডুবিয়ে দে তোর রূপ-সাগরে।
ঘুচাতে আশা-মোহ-ছলনা,
পান করি এ প্রাণ ভ'রে।

জগত-ভরা রূপের শোভা,
কুসুম হাসে রূপের হাসে ;
নীল আকাশে রূপের ভাতি,
কোকিল ভাষে রূপের ভাষে !
বসন্ত-ভ্রমরা-বঁধু, রূপের মধু
খুঁজছে ঘু'রে।

রূপের খনি প্রেমের পরাণ,
ভাসছে রূপের স্মৃতি-নীরে,
রূপের শোভা আঁখির বারি,
শিশুর হাসি বদন জুড়ে ;
দে মা প্রাণে রূপের ভাষা,
রূপের গীতি শান্ত সুরে।

———

পরজ-একতালা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

হৃদয়কুঞ্জ

এস গো দেবতা হৃদয়-কুঞ্জে,
মুখরি' মধুকর-গুঞ্জে।

বিকশি' অরুণ-কিরণ সুহাসে,
মলয়-সমীরণ মৃদুল-পরশে,
জাগায়ে অলস হৃদয়-মানসে,
তব, প্রীতি-শীতল স্নেহ-মুঞ্জে।

মুগ্ধ মধুকর ছুটায়ে রঙ্গে,
শান্ত করি' চির-বাসনা-ভঙ্গে,
অর্দ্ধ-মুকুলিত কুসুম-অঙ্গে,
শান্তি-শিশির ঢালি' পুঞ্জে।

বসন্ত-চির-মধু-পুলক-ছন্দে,
নন্দন-বিলাসী ললিত গন্ধে
ধৌত কর চির বাসনা মন্দে,
যেন, হৃদয় সুখে প্রেম ভুঞ্জে।

———

যোগীয়া লোলিত-কাওয়ালি।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

স্পর্শ পুলক

শান্তিময় তব প্রেমকণা পরশে,
যেন গো যাই ভুলি অসীম দুখাবলি,
বাসনা রহেনা হৃদয়-আবাসে।

মম হৃদয়-মরুভূমে বহে সুখ স্রোত,
বিষয়-দহন দহে না প্রাণে তত,
সুখে দুখে যেন রহে না ভেদাভেদ,
পরাণ হাসে প্রেম-আবেশ-হরষে।

মম অন্ধ নয়নে হেরি' ভুবন সুধাময়
বান্ধব ভাবে তোষে হৃদয়ে রিপুচয়,
তোমাতে ডুবে সবই হেরি গো আমিময়,
সুধা-বারিদ কত সুধা বা বরষে।

মিনতি তব পাশে হে করুণা-নিধান,
শ্রীপদ নাহি ভুলি ক'র হে এ বিধান,
সুখে দুখে যেন তোমাতে থাকে পরাণ,
হৃদে না দহে যেন কলুষ-হুতাশে।

———

বেহাগ-ঠুংরী।

পুণ্য-সলিলা

পুণ্য-সলিলে! পুণ্য-সলিলে!
নিয়ে যা' গো মোরে ভাসিয়ে।
দেখি, পেয়ে তব নীর, অতল গভীর
যায় কি কালিমা ঘুচিয়ে।।

তুমি পাতকী তরাতে পাপ-আতঙ্কে
কলুষ মাখ গো অঙ্গে,
তুমি বাছ না মলিন কিবা জ্ঞান-হীন,
কোলে লহ টেনে তুলিয়ে।

পীযূষের ধারা ঢেলে দিয়ে ধারে,
চলিছ আপন প্রাণে।
বলে "ওরে পাপী কে কে তোরা যাবি"
ভীম কুলু রবে মাতিয়ে।

কত আনন্দে সাগর-সঙ্গে,
মিশিতে চলিছ রঙ্গে,
ধে'য়ে কেন যাও, ওগো ব'লে যাও,
হাসায়ে জগতে, হাসিয়ে।

———

ঝিঁঝিট-জলদ, কাওয়ালি।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

নিবেদন।

কে জানে বল্ দুখীর দুঃখ জগজ্জননী !
নিজ কথার প্রতিধ্বনি নিজেই শুনি ।

কেঁদে বেড়াই পথে পথে,
কারেও দেখি না সাথে,
কিন্তু, প্রাণ গেল পর-সেবাতে,
দীন-পালিনী ।

সবেই মা সুখের ভাগি,
আমিই কেবল দুখ ভুগি,
সকলই বুঝেছি এবে,
আগে বুঝিনি ।

তাই দুখ মা জানাই তোরে,
রাখিতে বিপদ ঘোরে,
আশা দে' হীন সন্তানে,
প্রিয়-ভাষিণী ।

———

ঝিঁঝিট-তপো ।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

মায়া

যবে তোমারি করুণা-স্নেহ ভাবি হৃদে,
চাহি জুড়াইতে যাতনা,
তখন মিথ্যা জগতের মিথ্যা আশা কত,
গড়ে গো নবীন ভাবনা ।

তুচ্ছ করি' যাহে ভুলেছি যতনে,
ভুলে যার পানে চাহিনি নয়নে,
আমার, কি দোষে তখন মরমে উজলি,
আসি' তারা করে তাড়না ।

কত ভালবাসা, বান্ধবের হাসি,
কত অতীতের সুখ-স্নেহ-রাশি,
মুছে গেছে কিবা মিশেছে আঁধারে
তবু যে গেলনা ছলনা !

কই গো বিধাতা এ কেমন কথা !
বাঁধন-যাতনা তব নাম যথা ?
তবে, গা'ব কা'র গীতি জুড়াইতে ব্যথা,
ভুলিব কেমনে বেদনা ?

———

ঝিঁঝিট-একতালা ।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

কোথা

কোথা, হৃদয়-গগন-ইন্দু।
কবে, নেহারি' তোমায় উছলিবে হায়!
প্রেম-সোহাগ সিন্ধু!

তব প্রেম ভিখারী আমি
হেরিয়ে অকূল হয়েছি আকুল,
সান্ত্বনা শুধু তুমি,
তুমি, দীন মরমে আশা, সুখে মধুর ভাষা,
তুমি স্থূল, জগত-জীবন,
তুমি সূক্ষ্ম পরম বিন্দু।

কর, শান্ত আবিল হৃদে,
পন্থা বিরহে, শান্তি কি রহে
বিহ্বল প্রতি পদে;
তব, স্নিগ্ধ করুণা-কিরণে, তোষ আকুল জীবনে,
তুমি মঙ্গল-দাতা, মর্দ্দক, ধাতা,
বিশ্ব-বাঁধন তন্ত্র।

———

কেন বঞ্চিত হ'ব চরণে-সুর

ঔদাস্য

আপন প্রাণে আপ্‌নি বেড়াই,
কা'রো ধারই ধারি না;
শূন্য প্রাণে বেড়াই তবু
কা'রো পানে চাই না।

প্রাণের কথা প্রাণেই থাকে,
কা'রো কাছে বলি না,
কত লোক কত বলে,
শুনেও তা' শুনি না।

ভালবাসা বড় জ্বালা,
কত আশা ছলনা,
শুধু, পর-হৃদয়-তোষণ,
চির-হৃদয়-যাতনা।

যে ধার ধেরে পরে পা'ব
সে ধারই যে ধারি না,
বৃথা কি পরে ধারিব,
সহিবারে তাড়না?

———

সিন্ধুকাফি-ঝাঁপতাল

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

জগজ্জননী

তুই কি আমার সেই জননী।
যে জগত-জীব-জীবনী ?

যে, ঘুরে জীবের পাছে পাছে
রক্ষা করে জগৎ খানি,
যে, দুর্গম-দুখ-সঙ্কুলে,
হতাশ-প্রাণ-তোষিনী ?

যে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
বিপন্ন-দুখ-নাশিনী,
যে, পাপ-বিদগধ-চিতে,
শান্তি-কুশল-দায়িনী।
যে, মায়াতে ঘুরাচ্ছে জগৎ।
কোলখানা যার মায়ার খনি.
যাঁর, কোলে চ'ড়ে আসতে যেতে
ভু'লে চাইনি চরণ-খানি।

———

ঝিঁ ঝিট-পোস্ত।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

অন্বেষণ

জানি না, কোথা আমার যে'তে হবে !
কা'র আশায় ঘুরছি হেথা,
কে আমার সঙ্গী ভবে ?

কা'র সাথে এসেছিলেম,
কেন বা প'ড়ে রইলেম,
আঁধারে পথ হারালেম.
খুঁজে পথ পা'ব কবে ?

কত লোক যাচ্ছে চ'লে,
খুঁজলে কেউ দেয়না ব'লে,
বল্লেও মন চলে না,
নিরাশায় যাই গো ডুবে !

কি হবে, কোথা যাব,
কেমনে সে পথ পাব,
চলতে যা'য় নাই যাতনা,
দু'দিনে পথ ফুরাবে ?

———

যমুনে এই কি তুমি-স্বর।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

ভ্রান্ত

তোরে, এমন বুদ্ধি কেবা দিল ?
সুখের সাগর ভুলাইয়ে,
দুখের কূপে কে ড়ুবাল ?
তুই, কর্‌লি যত কাজ,
লাভের ঘরে শুধুই ফাঁকি,
আনলি ডেকে লাজ,
এখন হতাশ হ'য়ে আছিস ব'সে,
সুখের আশা সব ফুরাল !
কত বাহাদুরী তোর,
দশের মাঝে একজনা তুই,
তাই ভেবে বিভোর,
একবার, দেখ্‌না চেয়ে উর্দ্ধদিকে,
কোন্ দেশে তোর বাসা ছিল !
পেয়ে বাসনার পুঁজী,
ব্যবসা ক'রে তাই বাড়ায়ে,
কর্‌লি যা' রুজি,
একবার, দেখনা খুঁজে, প্রাণের কাছে,
এ লাভে তোর কি লাভ হ'ল !

বাউল সুর-গড়খেমটা।

কবে

কবে, দিবে গো প্রভু হৃদয়ে আঁকিয়ে
শান্ত তোমারি কান্তি !
আমি ড়ুবে যা'ব তারি স্মৃতি-সুধা-নীরে,
ধু'য়ে মু'ছে মোহ-ভ্রান্তি।

তব. সাম্য-মধুর-মধু-মুখরিত স্নিগ্ধ-ললিত-মন্দ্রে
বরষিবে সুখ-সান্ত্বনা-রাশি দিগ্ধ-হৃদয়-যন্ত্রে,
দীক্ষিত মোরে করিবে গো প্রভু, ভক্তি-সরস-মন্ত্রে,
আমি ভুলিব এদেশ-শ্রান্তি !

তব, চান্দ্র-শিশির-শান্ত-মলয়ে দগ্ধ-হৃদয়-কুঞ্জে
কুসুম-নিকর ফুটিবে, তব চির-ভ্রমর-গুঞ্জে
মর্ম্ম-পীড়িত দুর্গত-আশা আবার জাগিবে পুঞ্জে,
আমি পাব গো হৃদয়ে শান্তি।

বৈভব-সুখ মঞ্জুল জন-বেষ্টিত-গৃহ-অঙ্গ,
হবে, শান্তি বরষি সুখ-সমাধির চির-বিনত-সঙ্গ,
পুণ্য-পূরিত স্বরগ-সোপান হবে গো জীবন-ভঙ্গ,
তুমি ঘুচাবে দুরিত-ক্লান্তি।

বন্দি তোমায় ভারত-জননী-সুর।

৩

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

নির্ভর

সাধিতে তোমারি কি যে বাসনা
এনেছ হেথা নাথ বুঝি না, বুঝি না ।

চাহি' আছি পথে কি ভাবি' মনে,
হতাশ-আশা-ছবি জাগিছে নয়নে ;
রহে কি কেহ চির-নিরাশ ছলনে ?
কি শুভ কাজ ইথে সাধিছ জানি না ।

শুভ-আশীষ-আশে ধরেছি তব কাজ,
জানিনা ছিল তাহে লুকান দুখ-লাজ,
গড়েছি দুখ-দাহ সমাজ-লোক-হাস,
পুন সে হতাশে সহিছি যাতনা !

সঁপিনু প্রাণ মন হৃদয় বিভু গো,
তোমারি চরণে সকলি তোমারি ত ;
ডাকিবে যে দিকে ধরিয়া সে পথ,
যা দিবে সহি' ল'ব স্নেহ কি তাড়না ।

——

মিশ্র-কাওয়ালি ।

পরিদেবনা

তুমি পারনা কি গো দেবতা, মুছাতে হৃদি-কালিমা ?
আমি কুড়ায়ে এনেছি শুধু হৃদয়-ভরা বেদনা ।

আমি করি' আপন-বঞ্চন, করেছি পর-রঞ্জন,
আমি পরকে আপন আপন ভেবে—
এখন হতাশে ভুলেছি প্রভু তোমারি মধু-মহিমা ।

আমি বৃথা বিষয়-মোহ-ছলে অমিয়ে গরল ঢেলে,
—আমি বহিয়া এনেছি দুখ—
এখন, তরী-হীন এ খে'য়া-ঘাটে বসে করিছি ভাবনা ।

তাই, ভাসি' বেদনা আঁখি-জলে বসেছি ভব-নদী-কূলে
—কৃপা-সাগর-পানে চে'য়ে আছি—
যদি, কূল ভেঙ্গে ঐ স্রোতে প'ড়ে হেরি সাগর-প্রতিমা ।

——

তমাল পাশে কনকলতা-সুর ।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

বিধাতা

তুমি না ডাকিলে প্রভু গো আমার
দীন জনে কেবা ডাকিবে ?
আমি শোকে দুখে যবে হই গো আতুর,
কেবা টে'নে কোলে তুলিবে ?

যবে, বৃথা কথা দিয়ে ঢাকি তব কথা,
বৃথা চিন্তা করি' ডাকি' আনি ব্যথা,
আমি, তব মহিমায় মাখিয়া কালিমা
ডুবি গো কলুষ-তিমিরে ;

যদি, তখনই গো তুমি নাহি ডাক স্নেহে,
ফিরায়ে না আন আলোময় গেহে,
তবে কার আশা ক'রে আছি গো এদেশে
কেবা -মধুগাথা কহিবে!

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

কেবা পাঠায়েছে এদেশ দেখিতে,
সুখ দুখ মোহ বাসনা ভুগিতে,
কা'র করুণার চন্দ্রমা-শিশিরে,
জ্ঞান-নয়ন উঠে গো ফু'টে,

যদি কেউ থাক এ জগতে ধাতা,
অন্ধ দীন হীন আতুরের পিতা,
আমি তাহারি চরণে জানালেম ব্যথা,
পার যদি কাছে রহিবে !

—

কানেড়া মিশ্র-একতালা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

দয়াময়

শান্ত সুরভি-মাখা আশীষ-কুসুমে
তুষিছ প্রাণ-মন গো ।
তবু এ হৃদি-মাঝে, কত কি আশা জাগে,
ভাবনা প্রাণ-ভরা গো ।

তুমি দিয়েছ সুখ-স্নেহ গো,
—আমি চাই নি তবু দিলে গো ঢেলে—
যদি, পড়ি গো মোহ-কূপে,
টানি' যে লহ বুকে,
কত তোমারি দয়া গো !

কিছু চাহি না স্নেহ-চরণে,
—সবই দিয়েছ প্রভু দয়াময়—
তবু, বাসনা মোহ-মাখা,
আশা-ছলনা-ঢাকা,
লুকায়ে রাখ দূরে গো ।

বিভাষ মিশ্র, কাওয়ালি ।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

জিজ্ঞাসা

মাগো এ নিশার কি হবে না ভোর ?
আমি দেখ্‌ব না কি প্রভাত-রবি,
সুখের শান্ত মহিমা তোর ?

আমি আশায় আশায় দিন খোয়ালেম,
শক্তি সাধ্য সব হারালেম,
আমি যা'র জন্যে মা করি চুরি
সেই যে আমায় ডাকে গো চোর !

মাগো প্রভাত-কালের তারার মত,
দুঃখ ভেবেই হ'লেম হত,
আমি খেলব পাখীর প্রভাত-খেলা
নাই কি তেমন কপালের জোর !

আমি দেখলাম খে'টে সবার তরে,
দুঃখ বরং উঠ্‌ল বেড়ে,
আমি খুল্‌তে চাইলেম যা'দের বাঁধন,
তারাই বাঁধ্‌ল চরণে মোর ।

প্রসাদী সুর-পোস্ত ।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

তুমি

প্রভু মুগ্ধ-হৃদয় চির-রঞ্জন হে।
তৃষ্ণ-নয়ন-মধু-অঞ্জন হে।

স্নেহ-পরশে অভিনিদ্রিত হৃদি-আশে
জাগ্রত করি' তোল হে,
তাই স্নেহ-প্রীতি-খেলা, হৃদয়ে হৃদয়-মেলা,
দীর্ণ-হৃদয়-দুখ-ভঞ্জন হে।

তব, চির-সরস-চারু-লোচন-সঙ্কেতে,
এই মঙ্গল-মিলন হে;
যেন এ সুহাস-গীতি, রহে গো মরমে গাঁথি,
দগ্ধ-হৃদয়-সুখ-সিঞ্চন হে।

—

মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালি।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

ভুল

তুমি শান্ত শুদ্ধ সরল,
আমি না চিনি' অমিয় জীবনলক্ষ্য
তু'লে খাই প্রভু গরল।

আমি, ভীত-নীরস চিত্তে,
সহিছি নিয়ত দুখ-শোক কত
ম'জে আছি বৃথা বিত্তে,
আমি, দূরে চলে যাই, নিকটে থাকিতে
স্নিগ্ধ করুণা অমল।

কভু, করি গো চরণ-চিন্তা,
কভু, মনে হয়, প্রভু দয়াময়,
খুঁজি গো তোমারি পন্থা;
আবার, তখনি কি ভুলে ভুলিয়ে প্রভু গো
খুঁজে আনি মোহ চপল।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

মোরে, দেও গো এই শিক্ষা,
যেন, তোমারি মহিমা জাগে হৃদে,
করি, তোমারি চরণ ভিক্ষা ;
তুমি থাক গো আমার ভাঙ্গা প্রাণ জু'ড়ে,
হৃদে রহে সুখ অতল।

মিশ্র-একতালা

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

বিশ্লেষণ

তোর সকল কর্ম্ম যাচ্ছে হ'য়ে,
বিধির কথায় উঠে না মন।
একি, হাট বাজারে যাবার মত
এখন না হয় যাবে তখন ?
এমনি সরল, এমনি সোজা,
সেকি মাথার তুচ্ছ বোঝা,
যেন তেন প্রকারেণ
ফেলবি ঠেলে নাই জ্বালাতন ?

সেকি, অন্ধ খঞ্জ গরীব কাঙ্গাল
দু'টা পয়সায় করবি বিদায় ?
নয়'ক মু'টে মজুর মূর্খ
লোভের দায়ে পেছনে ধায় ;
সে নয়, দাস দাসী কি খতের গোলাম,
হুকুম দিলেই হবে হাজির,
মাস-দগ্ধা কি মাহেন্দ্র-যোগ
দু'পাত খুঁজেই পাবে পাঁজির,
সে যে, রাজার রাজা সাধনার ধন
নিত্য সত্য ভক্ত-শরণ।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

এই জগৎখানা তাঁ'রি ছবি
করবি রে তার অনুশীলন,
তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্ব
যত্নে করবি রে বিশ্লেষণ,
তবে দেখতে পাবি হৃদয়-নিধি,
উঠবে প্রাণে প্রেমের জোয়ার,
ভক্তি ধারা গলবে হৃদে,
বুঝ্‌বি স্নেহ-মহিমা তাঁর,
ন'লে চো'ক বেঁধে বৃথা হাতিয়ে
মরবি, বিফল হবে জনম।

বিভাষ মিশ্র-ঝাঁপ।

অসময়ে

অসময়ে কেন তবে সে মূরতি দেখালে ?
না দেখিতে আঁখি ভরি' কেন স্নেহে ডুবালে ?

আমি ত চাহিনি প্রভু, তুমিই ডাকিয়া মোরে,
ভাঙ্গিলে স্মৃতির মোহ, দেখাইলে ঘুম-ঘোরে,
অমনি উঠি' চমকি'
ফিরিয়া চাহিয়া দেখি,
রয়েছে কঠিন বাঁধা চরণ-যুগলে।

সেই দিন ভেঙ্গেছি গো হৃদয়ের আশা-রাশি,
দিয়েছি সুদূরে ফেলে প্রমোদ-মধুর-হাসি,
চাহি' আছি পর পারে,
জানি না সে কত দূরে,
কত দিনে ডুবিব সে সোহাগ-সলিলে।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

তুমি ত জানিতে প্রভু কি কর কিসের লাগি',
সংসার-সুখ-স্বপনে কেন প্রাণ রহে জাগি,'
কা'র আশা নিষ্পীড়নে,
কোন্ মাধুরী-মিলনে,
জুড়াবে পরাণ কিবা দহিবে দুখ-অনলে ?

———

ভৈরবী কাওয়ালি

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

জননী

সে-ই আমার জননী।
স্নেহ-মাধুরী-মাখা, সোহাগ-ঢাকা হৃদয়খানি।

হাসি যাঁর বদন-জোড়া, প্রীতি যাঁর হৃদয়-ভরা,
করুণায় ছল ছল নয়ন যাঁহারি,
প্রেমে যাঁ'র ব'য়ে জোয়ার ভক্তিতে ভাসায় ধরণী।

সঙ্গ যাঁর যায় না ছাড়া, যাঁ'রে কেউ হয় না হারা,
নিয়ত কাছে থে'কে তোষে যে অবনী,
শোকে দুখে আপ্নি ডে'কে শান্তি-মাধুরী-দায়িনী।

হাসায়ে আপ্নি হে'সে, আঁখি-জল নেয় যে মুছে,
ভুলা'য়ে দেয় বেদনা হৃদে আবরি,'
যাঁর পরশে হৃদাকাশে, ফোটে প্রেমের দিনমণি।

প্রেমে যাঁ'র নাই তুলনা, স্নেহে যাঁর নাই ছলনা,
কবে তাঁর চরণ-তলে লুটাব আমি,
বিপদে পাছ থে'কে যাঁ'র শুনি সরস অভয়-বাণী।

———

মিশ্র-গড়খেমটা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

সমর্পণ

আমি মুক্তি চাই না তোমার কাছে।
আমায় দেও গো প্রেমের আঁখি-বারি
ভক্তি দেও গো হৃদয়-মাঝে।

যেন তোমার হ'য়ে সদা থাকি,
তোমাকে হৃদয়ে রাখি,
আমি তোমার ছবি হৃদে আঁকি'—
রহি তোমারি সমাজে!

যেন তোমায় ভে'বে আপনার জন,
তোমার পায়ে ঢে'লে দেই মন,
যেন তোমার দে'য়া ঐশ্বর্য্য-ধন
সাজায় না'ক দুখের সাজে।

আমার বন্ধু-স্বজন মান-অভিমান,
শক্তি-বুদ্ধি মহিমা-জ্ঞান,
ওগো যা' আছে মোর তোমার দে'য়া,
লাগে যেন তোমার কাজে।

— —

প্রসাদীস্থর-পোস্ত।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

আত্মদান

জান্‌তে কি তোর আছে বাকী,
কেন হৃদয় রহে জাগি!
কেন বেড়াই আঁধার পথে,
খুঁজে প্রাণের খেলার সাথী,
কা'র অভাবে দুখের বেগে,
ঝরছে আমার অন্ধ আঁখি।

যা' কিছু আছে মা প্রাণে,
রেখেছি সব তো'রি লাগি'
একবার, নে' মা তু'লে কোলের ছেলে,
তোর, কোলে ব'সে তোরে ডাকি।

— —

ঝিঁঝিট-পোস্ত।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

অনিত্যতা

ক'দিন যাবে এভাবে ?
ক্রমে নিয়তি-ঘোর-তিমিরে জীবন ধীরে মিশিবে।

নিমেষ হাসি' কমল-দল রবি-বিমল-কিরণে,
অমনি যথা যায় মিশে নিমেষে সর-জীবনে,
তেমতি দেহ প্রাণ যৌবন মধুর হাসি' নীরবে
কুটিল ভব-দুখ-বিবরে পশিবে, সবই ফুরাবে।

কলকণ্ঠ-সুখ-কূজনে হ'ত যে বন মুখরিত,
যা' আকুল শোক দগ্ধ-প্রাণ শুনি' পুলকে শিহরিত,
আজি হের দহিয়া ধূধূ-কাল-প্রলয়-পাবকে
ঘোষিছে ভব-দহন-জ্বালা, বাঁজায়ে ভেরী গরবে।

সুখ-পিয়াসে করিতে সদা যা' সনে ধূলি-খেলা,
নেহার আজি পরেছে গলে দুখ-গরল-মালা,
সুখ দুখ সবই চঞ্চল ভব-জীবন-আহবে,
ভাব নিয়ত গতি-বিহিত চরম-চির-বিভবে।

—

বেহাগ-ঝাঁপতাল।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

ভিক্ষা

তোষ করুণাময় ভরসা-বারি-সিঞ্চনে।
দুখ-মলিন বিষয়-লীন হীন-অকিঞ্চনে।

তব, চিন্তা-বিদূরণ, সরস-সুধা-সিঞ্চন,
স্নেহ-শীতল প্রাণ-আরাম নাম, নাথ হে
—কবে হৃদয়ে জাগিবে হে—
বহিবে নয়ন-বারি, ভাবিব বিপদ-বারি,
হাসিবে সুখে মলিন-মুখী আশা,
তব, প্রেম-পাদপ-ছায়া-শীতল করিব জীবনে,

এই ভব বিড়ম্বনা সহেনা নাথ সহে না,
হ'য়েছে যেন চির-জীবন-সাথী, নাথ হে,
—কেন ছাড়াতে নারি হে—
তব, প্রেম-অমিয়-সরস, পেয়ে এ পাপ-পরশ,
বিষ-বিরস করেছে মরমে,
তাহে, ভুলেছি তব ভব-বিভব নাম-পরশ-রতনে।

—

জয়জয়ন্তী মিশ্র-ঝাঁপতাল

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

মাগো

মাগো, যতনে কে ডাকিবে মোরে ?
আমার, বুক-ভরা দুখে আবরিয়া বুকে,
কেবা, মুছাবে দুখ-আঁখি-নীরে।
—তুই বিনে, তুই বিনে—
—এই জগত মাঝে—

আমি, খুঁজে খুঁজে আঁধার গেহে,
মাগো, ডু'বে অসার অলীক স্নেহে,
—দেখা পেলেম না, পেলেম না—
স্বধু দুখের বোঝা ব'য়ে.
দুখের গীতি গে'য়ে,
প্রাণ খোয়ালেম পরের তরে।
আঁধারে এ শূন্য জগতে—
—তোরে ভুলে থে'কে—

ওগো, কোথা তব শান্তি-সুধা,
মাগো, কিসে জুড়ায় আশার ক্ষুধা,
—জননী আমার, ও জননী—

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

কা'র কাছে যে'য়ে,
দুখ জানাইয়ে,
শান্তি-সলিলে ডুবিব ধীরে।
—তুই বিনে তুই বিনে—
—অমন যত্ন কেবা জানে গো—
—ভালবাসতে কেবা জানে গো—

মাগো, কে আমার এই আঁখির জলে,
আপন প্রাণের ব্যথা ঢে'লে,
—জননী আমার, ও জননী—

ভালবাসা দিয়ে;
হৃদয়ে তোষিয়ে,
টেনে ল'বে বুকে স্নেহ-ভরে,
—তোর মত তোর মত—
—অমন ভালবেসে—
—অমন আদর করে—

——

কীর্ত্তন সুর-গড়খেম্‌টা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

চির-দুঃখী

তোর, এত বড় জগৎ-মাঝে
একটী, কাঙ্গালের কি ঠাঁই হ'ল না!
আমি, যেখানে যাই সেখানে পাই
বেদনার পরে বেদনা।

আমি, শোকে দুখে ভাসি যবে নয়ন-সলিলে,
—কেউ চায় না ফিরে আমার পানে—
—আমার বেদনা কেউ দেয় না মুছে—
কেউ, নেয় না কোলে আপন ব'লে
ভুলায়ে দুখ-তাড়না।

তোর কোলে যে আছে তা'রে জগৎ করে কোলে,
—সুখ শান্তি তারে শান্তি বিলায়—
—ভাষা বিলায় তা'রে স্নেহের ভাষা—
কত আদর করে এসে পরে,
পেয়ে যতন-যাতনা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

তোর, স্নেহ-ছাড়া হ'লেম কেন দে'মা আমায় ব'লে,
—কোন, অপরাধে অপরাধী—
—আমি প্রাণ দিয়ে তা' শোধিব মা—
—আমার অপরাধের নাই কি ক্ষমা—
আমায় যা' করাবে তাই করিব
তোরে ছেড়ে আর র'ব না।

কীর্ত্তন সুর-গড়খেম্‌টা,

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

দীন আশা

আমার দীন আশাটুকু পূরাইতে যদি
জীবন বহিয়া যায় গো,
তবে, চির গরীয়সী প্রীতি-সুখ-নীরে,
কেমনে ভরসা করিব গো !

প্রভাতের রবি কর বিলাইয়া,
জাগা'য়ে বিরাট বিশ্ব,
কা'রে তু'লে দেয় কিরীট কুণ্ডল,
কা'রে করে দীন নিঃস্ব,
আমি, অলস আকুল পরাণ লইয়া
তা'রি দিকে থাকি চাহিয়া গো,
চান্দ্র-রজনী মধুকর পাতে
চকোরে জাগায় পিয়াসে,
বিরহের দাবা কা'রে ঢে'লে দেয়,
কেহ জাগে সুখ-পরশে,
আমার, মুগ্ধ-নয়ন চাহি' থাকে যেন
হৃদয়ের কিছু হারায়ে গো।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

কি আমার প্রাণ চাহে গো দেবতা,
কেন চির-আশা মরমে !
কোন্ ছলনার মোহ-নিপীড়নে,
আঁধার-কালিমা পরাণে !
তুমি, ভেঙ্গে চু'রে তাহে গড় গো আবার
যেমতি তোমার বাসনা গো।

— —

মনোহর-সাই একতালা

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

উৎকণ্ঠা

দয়াল প্রভু হে, প্রভু হে,
কত দিন আর সইব যাতনা ?
তোমার আশায় আশায় রইলেম ব'সে,
এসে ত দেখা দিলে না !

আমি, ফিরি আশা-নদী-তটে,
তোমায়, পাই যদি হে খে'য়া-ঘাটে,
—যদি পার হ'য়ে কেউ যায় হে—
—তুমি মাঝি হ'য়ে করহে পার—
— তখন দেখ্‌ব তোমায় দয়াল প্রভু—
— যদি পারি চরণ ধরব তখন—
—এই তাপিত হৃদয় কর্‌ব শীতল—
তখন, কাঁদব তোমার চরণ ধ'রে,
দেখাব হৃদয়-বেদনা।

আমি, পথ-পানে চে'য়ে থাকি,
যদি কোন মতে দেখি,
- কোন ভক্ত গেহে যে'তে হে -

—দয়াল নামের মান রাখ্‌তে প্রভু--
—আমি দাঁড়াব, দাঁড়াব—
—তোমার পথের মাঝে দয়াল প্রভু—
—যদি ফিরাতে পারি হে—
—তোমার স্নেহ-মাখা আঁখি-যুগল—
—এই অধম সন্তানের পানে—
তখন, দে'খে আমায় অধম কাঙ্গাল
হয় যদি তোমার করুণা।

আমি, ব'সে থাকি কর্ণ পেতে,
কোন, ভক্তে তোমার নাম শুনাতে,
—যদি শুন্‌তে পাই হে—
—তোমার মধুমাখা কণ্ঠ-গীতি—
— সেই ভক্তি-প্রেমের মধুর গাথা—
—-একদিন গে'য়ে যে ছিলে হে—
—ভক্ত সনে আকুল প্রাণে—
— অভক্তে ভক্তি শিখাতে—
যদি, আসি' পরশে শ্রবণে
ফুরাবে মোহ-ছলনা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

আমি, শুনেছি অন্তরযামী
ঘটে ঘটে আছ তুমি,
—কেন শুন্‌লে না শুন্‌লে না—
—আমার বুকভাঙ্গা এই দুখের কথা—
—এত, নিকটে থাকিতে প্রভু—
—আমার আঁখির জল কি বিফল হ'ল—
—কে আর শুন্‌বে হে, শুন্‌বে হে—
—তুমি যদি না শুনিলে—
তোমার নাম শু'নে এসেছি প্রভু,
ফিরায়ে দুখ দিও না।

ঝিঁঝিট মিশ্র-লোভা।

আত্ম-শোধন

কেমনে আর পাবিরে সে জন,
তুই, কর্‌লি না আত্ম-শোধন।

যদি তাঁরে আনিস রে ডে'কে
তোর কি এমন আসন আছে বসাবি তাঁকে,
তোর মলিন হৃদয়-আসন দেখে রে,
ফিরে যাবে সে আপন ভবন।
—তোরে ঠে'লে ফে'লে—
—তোর সাধনার ধন—

কাম ক্রোধ রিপু যত,
তারা, ছিল যেমন আছে তেমন আগেকার মত,
তুই কোন্ ভরসায় আছিস্ ব'সে রে,
তোর মিলবে সে হৃদয়-রতন।
—সাধন ভজন বিনে—
—তাঁরে ভুলে থে'কে—

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

ছাড়লি না তুই পাপের সঙ্গ,
তাঁর, চির-স্মৃতির অঙ্গরাগে
ঢাকলি না অঙ্গ,
তাঁরে, ডাকার মত দেখ্‌লি না ডেকে,
ক'দিন, থাকে হৃদয়ের বাঁধন।

—তাঁরে হৃদয় দিলে—
—তাঁরে ডাকলে পরে—

প্রাণ-ভরা তোর ময়লা-মাটি,
ভক্তি-প্রেমের জলে ধুয়ে হবি রে খাটি,
তবে দেখতে পাবি হৃদয়-মাঝে রে,
স্নেহের আলোক-মাখা শ্রীচরণ।

—প্রাণ মাতান, মন মাতান—
—প্রাণ জুড়ান, মন ভুলান—

——

কীর্ত্তন-লোভা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

নিবৃত্তি

আমি আর যেন ফিরে না আসি
এই দুখের দেশে।
হই না যেন বাসনার দাস,
যাই না দুখে ভেসে।
—তুমি থাকতে প্রভু—

কত ব্যথা দিবে এবার দেও হে আমায়,
—আমি তোমায় দোষী করব না নাথ—
—আমি বুক পে'তে সব সইব প্রভু—
—তবু ফুরায়ে যা'ক এই জীবনে—
—যেন ভুগ্‌তে ফিরে আর না আসি—

আমার হউক না কেন দুঃখ অশেষ,
সইব হেসে হেসে,
—তোমায় বাধা দিব না—
—আমার আপন হাতে গড়া দুঃখ
সইব, তোমায় বাধা দিব না—

তুমি সাজায়েছ এই মায়ার কানন,
—হেথা পাঠালে মায়ায় বাঁধলে কেন—
—তুমি আগে কি আর জান্‌তে না হে—

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

—হেথা আস্‌লে দুঃখ সইতে হবে—
—তুমি জে'নে কেন ব্যথা দিলে—
—মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্‌তে নারি—

আর রইতে নারি সইতে নারি, মরি গো হুতাশে,
—প্রাণ যায় হে প্রভু—
—আর ক'দিন ভাল লাগ্‌তে বল
যাতনায় প্রাণ যায় হে প্রভু—

কবে, তু'লে ল'বে তোমার স্নেহের বুকে,
—আমার মোহের বাঁধন ছিন্ন ক'রে—
—আমার সংসার-জ্বালা মুছে ফে'লে—
—আমার আঁধার প্রাণে আলোক ঢেলে—
—আমার মোহ-নিদ্রা ভেঙ্গে দিয়ে—

আমি আশায় আশায় ব'সে শেষে
ডুব্‌ব কি হুতাশে !
—আমায় তুলে ল'বে না—
—তোমার, স্নেহের কোমল করে ধ'রে
আমায় কি হে তুলে ল'বে না—
আমার, সাধ মিটেছে এই ভবে আসার,
—আমার এদেশ আর ভাল লাগে না।—

—আর চাইনা হেথা থাক্‌তে প্রভু—
—এই মায়া-মোহের রঙ্গভূমে—
—বাসনার এই আবাস-গেহে—
—বৃথা ছলনার এই মরু-দেশে—
হেথা শুধুই দুঃখ বেদনা পাই নিরাশ-পিয়াসে।

—আর দিও না প্রভু—
—ওগো, দেখ্‌তে এদেশ সইতে জ্বালা
আমায় ফিরে দিও না প্রভু—

—

হরি দিন্‌ত গেল সন্ধ্যা হ'ল, সুর—জলদ একতালা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

আবদার।

বল ভু'লে কেন নাথ এ দীনে ?
দেখে বুঝি দীনে দুর্দ্দিনে !
সবে যা'রে নাথ ঘৃণা ক'রে যায়,
তুমি তারে স্থান দেও রাঙ্গা পায়,

—আমি সে ভরসায় ডাকিহে নাথ—
—এখন সবে সমান ভালবাস—
—এখন সেভাব তোমার কোথা হে নাথ—
—বুঝি, হীন দেখে ভয় পে'য়েছ—
ত্রাণ করনি কি হীন জনে ?
—দীনবন্ধু দীনবন্ধু হরি—

বিপদে কপট বান্ধব যেমন,
আসেনা নিকটে করে পলায়ন ;

—তুমিও যদি তেমন হ'লে হে নাথ—
—তবে ক'ার কাছে দাঁড়াব হে আর—
—কোথা স্থান আর পাব হে—
—কোথা আছ হে কাঙ্গালের সখা—
কে আর স্থান দিবে আপন জ্ঞানে।

যদি সম্পদ দেখায়ে পরদেশে নিয়া,
বিপদ-সঙ্কুলে দেয় ফেলাইয়া,

—তবে তা'র যে দশা হয় দীননাথ—
—যখন আপন বল্‌তে কেউ থাকে না—
—যখন বান্ধব কেউ থাকে না হে—
—কোথা আছ অনাথশরণ—
কেন তেমন বিধান এই দীনে।
—দীনবন্ধু দীনবন্ধু হরি—

বলিনা ক' দিতে বান্ধব-স্বজন,
অথবা বিপুল বিষয়-রতন,

—কেবল চাইহে তোমার চরণখানি—
—যা' জগৎ-জনার মাথার মণি—
—যা' পেলে বাসনা থাকে না—
—যা'তে প্রাণের ম'লা যায় হে মু'ছে—
—কোথা আছ হে অনাথের বন্ধু—
—চরণ দেও হে দীনে দয়া করে—
তরিতে ভব-বন্ধনে।
—দীনবন্ধু দীনবন্ধু হরি—

———

কীর্ত্তন—গড়খেমটা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

দুর্গতি।

বিফলে গেল গো জীবন বহিয়া।
কত রহিব পথ চাহিয়া?
এত দিন গেল তবু এ'ল না হে কেহ,
দেখা'তে তব মূরতি, কোথা তব গেহ,

— তবে ফিরে যাব? (আমি)
—তোমার দয়ার সাগর পারে এসে
আমি কি হে ফিরে যাব?—

—কেউ কি যায় হে—
—সেই অমিয় সাগর-পারে এসে ফিরে যায় হে—
— তা'ত হবে না, হবে না—(ফিরে যাওয়া)—
—তুমি রাখ বা না রাখ প্রভু,
ফিরে যাওয়া হবে না—
রহিব চরণ ধরিয়া।

বিষয়-আলসে প্রভু ভুলি' তব স্নেহ,
ডাকিয়া এনেছি কত শোক-তাপ-মোহ,
—আমি ডুবে গেছি—(প্রভু)
—চির-অন্ধকার মোহ-কূপে
তোমায় ভু'লে ডুবে গে'ছি—

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

—তু'লে নিলে না—(আমায়)
—বুক ভেঙ্গে গেল দুঃখ তাপে
আমায় তুলে নিলে না—
—আমি ভু'লে গেছি (প্রভু)
—তাই, দুঃখ আমার গেল না নাথ,
আপনার জন হারায়েছি—
রাখ আমায় স্নেহে বেড়িয়া।

কেহ না ডাকিল আমায়, কেহ না কহিল,
তোমার অমিয়-কথা, ভাল না বাসিল
—কেউ জানে না—(এদেশের)
—ভালবাসিতে, প্রাণে তোষিতে
এদেশের কেউ জানে না—
—তা'রা চায় হে (প্রভু)
—তোমায় দূরে রেখে তা'দের ভাবা,
তা'রা শুধু চায় হে—
—তা'রা নিয়া যায় (আমায়)
—পথ ভুলায়ে অন্য পথে
তা'রা আমায় নিয়া যায় —
তব স্নেহ-স্মৃতি মুছিয়া।

———

মনোহর-সাই একতালা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

নির্ভর।

তুমি যদি রাখতে নার
আমি ডুব্‌ব, তাহে নাই ভাবনা ;
হউক না কেন যতই দুঃখ,
সন্তাপ শোক তাড়না।
তোমার নাম নিয়ে ভাসায়ে ছিলেম,
এই, ক্ষুদ্র জীবন-তরী,
—ঐ আকুল তরঙ্গ মাঝে—
—কুল পাব ব'লে হে দয়াময়—
—তোমার ইচ্ছা হ'লে দেও ডুবায়ে—
তোমার যা' মনে লয় তাই কর নাথ,
দিবনা তোমায় বেদনা।
তোমায় বেথা দিয়ে চাই না আমি
সুখের ক্ষুদ্র কণা,
—তোমার সুখেই আমার হৃদয়ের সুখ—
—তোমায় ভালবাস্‌তে ভালবাসি —
—তুমি আমায় ভালবেস 'না নাথ—
তুমি থে'ক দূরে আমায় ছেড়ে
নামটী' ভুলায়ে দিও না।

কীর্ত্তন সুর-গড়খেম্‌টা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

অপরাধী।

আমি নিজে অপরাধী তবু গো অপরে
গাহিয়া বেড়াই মন্দ।
আমি যাই গো চলিয়া দূরে ফেলি' তব,
মধুর সোহাগ-ছন্দ।

আমি পরকে বিলায়ে দেই গো অমিয়
দেই না আপন মুখে,
পর-দুখ-দাহ লই গো যাচিয়া,
নাহি দুঃখ নিজ দুখে,
আমি পরকে দেখাই আলোকের রাশি,
আপনার বেলা অন্ধ।

আমি যতনে সাজাই পর-গেহ-বাটী,
নিজে রহি কুড়ে বাঁধিয়া,
সবারে হাসাই মধু-গীতি গাহি',
আপনি মরি গো কাঁদিয়া,
আমি খু'লে দেই পরে তব শুভ পথ,
করি' আপনার পথ বন্ধ।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

আমি যশ-পিয়াসায় সবারি নিকটে,
রহি গো আপন লুকায়ে,
চরম নিমেষে আশীষ চাহিব
কি কহি' তোমারে বুঝায়ে,
তাই, থাকিতে সময় কর গো শাসন
দিয়ে সমুচিত দণ্ড।

——

মনোহর সাই মিশ্র—জলদ একতালা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

তাঁরই।

তাঁরে ডাকৃতে আবার দিন কি রাতি
ভোর কি দুপুর লাগ্‌বে কিসে।
তুই তাঁরি স্নেহে তাঁরি গেহে
প্রাণের সুখে আছিস ব'সে।

সে যে তোরে আপন ভেবে,
সকলি তাঁর তোরে স'পে
টেনে নিয়ে স্নেহের বুকে,
তোর ভাবনা ভাবেন ব'সে।

তাঁরি পাখী প্রভাত গেয়ে,
দিচ্ছে তোরে জাগাইয়ে ;
তাঁরি প্রভার প্রভাত পেয়ে,
তাঁরি প্রেমে আছিস ভে'সে।

তাঁরি আকাশ, তাঁরি বায়ু,
তাঁরি জীবন, তাঁরি আয়ু,
তাঁরি প্রাণে ডাকৃবি তাঁরে,
ভয়ভাবনা তাঁর আদেশে।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

যা' করিস সব তাঁরি কর্ম্ম,
তাঁরি গড়া ধর্ম্মাধর্ম্ম,
কেন বৃথা মরিস ঘু'রে
অহং বুদ্ধির ভ্রান্তি-দোষে।

বাউলের সুর—গড়খেমটা।

তাই ভালবাসি।

আমি, তাই তোমারে ভালবাসি।
আমার, বুকভরা বেদনার মাঝে,
দেও গো ঢেলে সুখের হাসি।

আমি, ভুলে যবে যাই আপনা,
শান্তি সুধা স্নেহ-রাশি,
তোমার যত্ন-আদর মধুর-গাথা,
জাগে আমার হৃদে আসি'।

আমার নিরাশ প্রাণে তুমিই এসে,
বাজাও মধুর আশার বাঁশী,
অম্‌নি আমি সব ভু'লে যাই
সোহাগ-শান্ত-নীরে ভাসি।

ভৈরবী—পোস্ত।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

কেন ভালবাসি?

জানি না, কেন তারে ভালবাসি।
কেন সদা তা'রি প্রাণে
পরাণ পড়িছে খসি'।

যবে, ছিল সে আঁখি অন্তরে,
ভাবি নাই কভু অন্তরে
কিন্তু, আজি এ হৃদি-কন্দরে,
মলয়-দিগন্ত-হাসি।

কেন সে পরশ-আশে হৃদয় চির-আকুল,
কেন অলস নয়ন চাহে সে রূপ অতুল,
কেন এ মরম-মাঝে জাগে সে সুখ-বহুল,
মধুর মধু-মূরতি, শীতল সোহাগ-রাশি।

কেন এ হৃদয়-কোণে জাগে স্নেহ-সাজে আসি',
মধুর মধু-নিক্কণে বাজায়ে হৃদয়-বাঁশী,
টানি' লয় স্নেহ-বুকে হাসায়ে আপনি হাসি',
জানিনা, বুঝিনা, তবু হৃদয় সদা পিয়াসী।

বেহাগ—আড়া।

প্রীতি মাল্য।

কে আমায় পরিয়ে দিল
প্রীতির এমন কণ্ঠ-মালা!
এ যে, রাখ্‌তে নারি, ফেল্‌তে নারি,
বল গো একি হ'ল জ্বালা!

খেল্‌তে এসে আনমনে,
কেন চাইলেম আকাশ পানে,
কে যেন দেখিয়ে দিল,
মাধুরী এক ভুবন-আলা।

অম্‌নি তাহে গেলাম ভু'লে,
কি ভেবে হায়! পরলাম গলে;
এখন মিলন বিরহ কত
নিত্য নূতন ভাবের খেলা!

কত যত্ন, কত সোহাগ-রাশি,
কত বিষাদ-শান্ত সুখের হাসি,
আমার, ক্ষুদ্র দীন হৃদয়-মাঝে,
খেল্‌ছে কত নূতন খেলা।

ভৈরবী—বয়ণ খয়রা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

স্মৃতি চিহ্ন।

সুধু সে রেখে গেল চরণ-রেখা গো!
মলিন স্মৃতি-কণা বাসনা-মাখা গো!

চপলা-চঞ্চল আলোক-রাশি-মাঝে,
নিমেষ দেখেছিনু সোহাগ-সুখ-সাজে,
আর ত আসিল না,
আর ত হাসিল না,
আর সে দিল না ত' ফিরিয়া দেখা গো!

পীযূষ-প্রীতি-ধারা, মধুর স্নেহ-রাশি,
পিয়াস-আকুলিত করুণ মধু-হাসি;
সেই যে রেখে গেছে,
আঁধার হৃদি-মাঝে
তা' ল'য়ে ব'সে আছি আঁধারে একা গো!

——

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

সন্দিগ্ধ আশা।

তবে হেথায় ভাল কা'র বা লাগে
যদি শোকে দুখে আঁখির বারি,
মোছাবার প্রাণ কেউ না থাকে?

ব'সে যবে নিরজনে গণি দুখের ঢেউ,
আমার বুক-ভরা এ দুখের ব্যথা
বুঝ্‌তে যদি কেউ,
তবে, রাখতেম তারে হৃদে পূ'রে,
ভাসাতেম প্রাণ নবীন-রাগে।

গভীর নিরাশ ভেঙ্গেছে বুক, স'তে পারি না,
আর ক'দিন লাগে সইতে ভাল
আশার ছলনা;
যদি, বিষাদ-মলিন রইল আঁখি,
ব্যথার ভাষাই—হৃদে জাগে?

——

মাঝ খাম্বাজ—খেম্‌টা।

(প্রথম সংস্করণ সমাপ্ত)

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

শান্তি পরিশিষ্ট

[সাধক-কবি স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিম্ন পরিশিষ্ট মুদ্রিত সঙ্গীতগুলি প্রতিধ্বনি মাসিক পত্রিকার ১৩৫৯।৬০।৬১।৬২ সালের পুরাতন সংখ্যাগুলি হইতে সঙ্কলিত]

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(১)

কবে ছুটিব তব পন্থে সংসার-কারা করি' ভঙ্গ
কবে অলস চিত্ত মম লভিবে তব চির-সঙ্গ,

ছিঁড়ি' ফেলিব কবে প্রভু গর্ব্ব শত প্রাণ-লগ্ন,
কবে এ দগ্ধ প্রাণখানি স্নেহ-সলিলে হবে মগ্ন ;
তোমারি প্রেম-নাম করি'
সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিঁড়ি',
চির-পুলক-হাস্য-আস্যে হেরিবে তব লীলা-রঙ্গ,

লাঞ্ছনা, গঞ্জনা যত ছিল যা চিতে চির-যুক্ত
মুছিয়া নিজ করে প্রভু করি' পরাণে স্থির-মুক্ত,
আনন্দে আনন্দময় চরণ-যুগ ধরি বক্ষে
উজ্জ্বল নীল-মণির ছটা বাঁধিয়া রাখি পাপ চক্ষে,

নবীন উষা-কিরণ মাখি'
শত-জনম-স্মৃতি ঢাকি'
হেরিব মনো-মাধুরী-মাখা অন্ধকার এ বিশ্ব-অঙ্গ !

মঙ্গল-বিভাব—ঝাঁপতাল

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(২)

এখনো আছেরে বেলা,
ফিরে আয় তোর
আপন ঘরে।
আঁধার এলে নয়ন-জলে
পথ পাবি না কপাল খুঁড়ে।
দিন-ভরা তুই পরের বাড়ী
বাঁধলি তাদের ঘর,
(তোর) আপন ভিটা শূন্য প'ড়ে
নিলি না খবর,
ঝড়-বাদলে শীত-আতপে
দাঁড়াবি গো কার দুয়ারে ?
(কত) গন্ধ-ফুলের বীজ পুতিলি
তৃপ্তি দিতে পরের নাসায়,
পরের শ্রবণ জুড়াইলি,
প্রাণ-গলান মধুর ভাষায়
জ্বলছে অনল নিজের প্রাণে
তার পানে চাইলি না ফিরে।
এখনো আছেরে বেলা,
ফিরে আয় তোর
আপন ঘরে।

ভৈরবী—দাদরা।

(৩)

আমায়, উষার অরুণ পারলে না কো
জাগিয়ে দিল সন্ধ্যা-তারা !
আঁধার দেখে পড়ল মনে
আমি যে গো পন্থা-হারা॥

তরুণ রবির করুণ আলোকে
ছুটলাম পথে আপন ভোলা
কতই পুলকে,
আমার, লাগল গায়ে পথের ধূলি
এমনি আমি ছন্ন-ছাড়া॥

কে গো তুমি আঁধার-মুখী
তারার মালা গলে,
জানো যদি পথের কথা
দাও গো আমায় ব'লে
আমি, তোমায় পরাণ বিকাইলাম
দুঃখের দিনে দিও সাড়া॥

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(৪)

পাখীরে, তোরাই শুনা গান।
আমি যে, কত ব্যথায়
ভুলে গেছি আপন-তান।

সব হারায়ে যে সুরটুকু
ছিল আমার পুঁজি,
উধাও হয়ে কোথায় গেছে
পাই না তারে খুঁজি';
তোদের, চির-নবীন গানে বাঁচা
সুর-হারাণ দুঃখের প্রাণ।

আমার, ব্যথায়-ঢাকা ভাঙ্গা প্রাণে
আর যে পাখী নাই গীতি
তোরা, তোল জাগায়ে ঘুমের পরাণ
গেয়ে মধুর প্রভাতী;
শুনে, যাব ভেসে আপন দেশে
বুকে পেয়ে তোদের দান।

সুর—আধুনিক

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(৫)

শেফালি, ও শেফালি,
কার চরণের ধূলির আশে
ধরায় লুটালি?

কার করুণার শিশির জলে
ভিজালি তোর কোমল-অঙ্গ,
গন্ধে ধরা করলি অলস
কোন্ মহানের পেয়ে সঙ্গ,
কার সোহাগের বরণ-কণা
অঙ্গে মাখালি?

কে তোরে দিলরে ঐ
আদরের করুণ দেহ,
সয়না তরুণ অরুণ-ছটা
ভূমে পড়িস্ ছাড়ি' গেহ,
(তুই) কার দরদে আপন-ভোলা
দে মোরে বলি'।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(৬)

মাঝি হে, কোন্ ঘাটে বেঁধেছ তরী।
ঐ যে আঁধার ঘিরে এল,
আর যে সবুর সইতে নারি।

বড়, অসময়ে পড়ল মনে
তরীর ঠিকানা,
কত চল্‌ব আঁধার মাঝে
পথ যে অচেনা,
তুমি যদি আগিয়ে নাও
জামিন থাক পারের কড়ি॥

একে আমার দুখের পরাণ,
অবশ দুটী পা,
কোন্ অজানা ঘাটে মাঝি
বাঁধলে তোমার না',
(দেখো) আমি ঘাটে যাবার আগে
ঐ পারে ধ'রোনা পাড়ি॥

——

কীর্ত্তন– ভাঙ্গা সুর।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(৭)

কেন, ভাবনা আসে মনে ?
তাঁরি কাজ করবে রে সে
আপনি দেখে শুনে।
কেন, ভাবনা আসে মনে ?

রচিল যে এ ব্রহ্মাণ্ড
নিজের প্রয়োজনে,
সেকি, ব'সে আছে তোর ভরসায়
অলস হ'য়ে ঘরের কোণে ?

এমনি তাঁর নিয়ম বাঁধা,
নাইক ভুল নাইক ধাঁধা,
সবই তাঁর সাদা-সিধা
সমান সবার তরে,
লিখে না জমা-খরচ
নিত্য নূতন ক'রে,
নাইক নায়েব-গোমস্তা, পরামর্শ দশের সনে,
কেন, ভাবনা আসে মনে॥

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

ব'সে তাঁর রাজ-আসনে
দৃষ্টি রাখে তিন ভুবনে,
ক্ষুধায় অন্ন দুঃখে শান্তি
বিলায় সর্ব্বজনে
বুক জোড়া তাঁর স্নেহের খনি
শান্তি ঢালা প্রাণে,
দেখলে কারো বিরস বদন
বুকের পরে টেনে আনে,
কেন, ভাবনা আসে মনে ?

সুর--বাউল, তাল—দাদরা

(৮)

না ডাকতে যার এত দয়া,
ডাকলে জানি কেমন হ'ত।
কেমন জানি মধুর মলয়
দুখের প্রাণে ব'য়ে যে'ত।

কি জানি কোন্ মধুর ভাষে
কইত রে কথা,
কেমন জানি পরশ দিয়ে
মুছাত ব্যথা,
(তোর) ভিতর বাহির সমান ক'রে
(তাঁর) মনের মত গ'ড়ে নিত।

না জানি তোর ছিন্ন বীণায়
বাজ্‌ত রে কোন্ সুর,
কোন্ অজানা সুখের বা'য়ে
হ'তি রে ভরপুর,
(তোর) এইটুকু প্রাণ কত প্রাণের
ছায়ায় ব'সে জুড়াইত ॥

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(৯)

ধন্য আমি অমন মায়ের হয়েছি ছেলে।
সে যে বিশ্বরাণী তবু এমন
কাঙ্গাল টেনে করল কোলে।

সাধনে কি মিলে এমন ধন ?
না ডাকলে করে না কোলে ;
সে কিরে তেমন ?
আমার আধ-মুখের মা-ডাক শুনে
মা যে আমার গেছে ভুলে।

(তাঁর) যত্ন আদর উপেক্ষিয়ে যাই,
তবু আমায় করে আদর, বলে না বালাই ;
(এমন) আদর তারে কে শিখাল,
(তাঁর) প্রাণ কি দিয়ে কে গড়াল ?

আমি করেছি রে যত অপরাধ,
(তাঁর) আদর-মাখা কত সাধে
সেধেছি রে বাদ,
যদি রাগ ক'রে মা দিত সাজা
(পুড়ে) ছাই যে হতাম
কোন্ বা কালে।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

ডাকার মত ডাকতাম যদি মায়,
(তাঁর) অমন হিয়া কেমন জানি হ'ত করুণায় ;
ধন্য আমার মায়ের পরাণ
ভাবতে আঁখি যায় রে গ'লে।

— —

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(১০)

কোন্ সাধে তুই গড়েছিলি আমার মত মন্দ ছেলে।
সে যে, ডাক শোনে না, বাঁধ মানে না—
যথা ইচ্ছা যায় গো চ'লে।

বল কি ভেবে যত্ন ক'রে দিলি বুকের ক্ষীর
বায়ু দিলি, আয়ু দিলি, দিলি স্বচ্ছ নীর,
কত, প্রাণ জুড়ান সোহাগ দিলি,
তবু তোরে যায় গো ভুলে।

এমন ছেলের মা হ'য়ে তোর মিটল কিবা সাধ,
সাধ ক'রে তুই আপনি ডেকে আনলি পরমাদ,
এখন, শত মুখে কয় যে মন্দ
তোর পরাণে সয় কি ব'লে ?

মা হ'য়ে কি বাজে না মা, এত কঠিন প্রাণ
বল্ কে তোরে পাষাণ দিয়ে করল নিরমাণ ?
লাজে মরি সবাই আমায়
ডাকে গো পাষাণীর ছেলে।

—

সুর—আধুনিক।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(১১)

ঘুম পাড়াতে মন্দ ছেলে
মা আমার ঘুমিয়ে গেলি।
আয় মা আনন্দময়ী,
আয় মা দুটী কথা বলি॥

জাগ গো হৃদি-মন্দিরে
ছিঁড়িয়া শত বন্ধন,
জ্বাল গো মম অন্ধ হৃদে
ভকতি শত ইন্ধন,
দেহ গো প্রাণে সুখ-স্মৃতি
লহ গো দীন-বন্ধন,
মা যদি ঘুমিয়ে থাকে
বাঁচে কি তার শিশুগুলি॥

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

যে ডাকে তোর ঘুম ভেঙ্গে যায়,
শিখা তেমনি ডাকিতে ;
যে ভাবনা বাসিস ভাল
শিখা তেমনি ভাবিতে ;
কতদিন মা থাকবি দূরে
রহিব সুখ-বঞ্চিত,
কত দিন এ ক্ষুদ্র হৃদে
রহিবে দুখ সঞ্চিত,
আয় মা চিরহাস্যময়ী
হাসিতে করি' রঞ্জিত,
আমি অভাগা ছেলে মা তোর
দেহ গো মাথে পদধূলি ॥

মঙ্গল-বিভাষ—ঝাঁপ।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(১২)

এই, ভাবের বাজারে।
করলি দু'চার আনার বেচা-কেনা
ঘাটলি পুঁজি হাজারে।

বাকী যা রইল তোর হাতে,
কিছু গেল চোরের সেবায়
কিছু তোলাতে ;
এখন, হাতের সম্বল কি আছে তোর
খাজনা দিবি রাজারে ?

যে-দিন, করবে রে তলব,
রাজার কাছে সাক্ষ্য-মঞ্চে
করবি রে হলপ,
তোর, আপন কথায় পড়বি ধরা,
কেমন পাবি সাজারে !

৭

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(১৩)

যে পাখী আপন মনে কোন্ গহনে
গাইতেছিল গান।
তারে তুই আন্‌লি ধ'রে ঘুমের ঘোরে
করলি ভাঙ্গা-প্রাণ ॥

ঐ কণ্ঠে কি আর বাজবে রে সে সুর
সে যে সঙ্গ-হারা বুকের ব্যথায়
আছে রে ভরপুর।
যে দিন দিবি ছেড়ে আকাশ জুড়ে
তুল্‌বে আবার মোহন তান ॥

ধূলি-মাখা বাঁশী যেমন
গায়না আপন সুরে।
বন-বিহগীর স্বভাব-গীতি
তেমনি গেছে উড়ে,
তুই আদর যতন যতই করিস্
চায়না সে বাঁধনের দান ॥

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(১৪)

তুই ছাড়লি কেন সব ভরসা?
না হয় তোর পূরল না কো
মিথ্যা দেশের মিথ্যা আশা।

আশায় প্রাণ বেঁচে থাকে,
আশায় প্রাণ পরকে ডাকে,
নিরাশার আঁধার-মাঝে
আলোক দেখতে পায়,
তুই সব হারালি আপন দোষে
ডেকে আনলি ঘোর নিরাশা।

হেথা যার কেউ থাকে না,
সোহাগে কেউ ডাকে না,
কহে না আপন ব'লে
স্নেহের ভাষে কেউ;
তাই ব'লে সে বাঁধে কি রে
ভাঙ্গন-নদীর কূলে বাসা?

কালেংড়া—মিশ্র।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(১৫)

তুই, চিন্‌লি না সেই আপন জন,
তোর লাগি যাঁর বিশ্বজোড়া
নিত্য-নূতন আয়োজন।

কে তোরে, আলোক দিয়ে জাগায় নিত্য
প্রভাত-রবির কিরণে;
চাঁদ-শিশিরে ফুটায় কুসুম
নিত্য নূতন বরণে;
তোর, প্রাণের কোণে তাঁর কথা নাই,
এমনি রে তোর ছন্ন মন।

তোর, ভয়-ভাবনা দুঃখ-দৈন্যে
কার করুণার আঁখি জাগে,
পন্থা-হারা ভ্রান্ত জনে
দেখায় আলো সবার আগে,
তোর, মুগ্ধ আঁখির বাঁধন খুলে
তাঁর খোঁজে কর্ জীবন-পণ।

—

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(১৬)

(আমি) পথের ধূলি হাতে তুলি'
ঢাক্‌লাম আপন চোখ।
তাইতে আঁধার হ'ল আমার
চন্দ্র-রবির আলোক-লোক।

(এখন) কত জ্বালায় ঝরছে আমার
তপ্ত আঁখির জল,
ছিঁড়ে গেছে সকল আশা,
গেছে প্রাণের বল,
সকল পথেই ঠেক্‌ছে চরণ
বিন্দু বাধায় কাঁপছে বুক।

কে আছ বন্ধু এ দেশে,
দরদিয়ার করুণ প্রাণে
মোর কাছে এসে
মুছে নাও মোর আঁখির জ্বালা—
আপন-হাতে-গড়ান রোগ।

—

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(১৭)

এস দীপ্ত মিহির-চন্দ্র-কিরণে
হাসায়ে আঁধার হিয়া
এস শুদ্ধ-বুদ্ধ প্রীতি-প্রতিমা এস পরাণ-পিয়া।

এস চির-মধুর-মূরতি মোহন
শান্ত-কোমল-হাসি,
এস ধীর-সমীর-সোহাগ-সুরভি
মঞ্জুল-সুখ-রাশি ;
এস কান্ত করুণ সাজে
এস স্নিগ্ধ-অমল-প্রীতি-অমিয়ে
যাহ গো ভাসাইয়া॥

এস সান্ধ্য-কুসুম-মধুর-গন্ধ
ঊষা-শিশির-বিন্দু,
এস সুমধুর কল-কণ্ঠ-গীতিকা,
চকোর-চির-ইন্দু ;
এস চিন্তিত-চির-আশা,
এস প্রার্থিত, এস বাঞ্ছিত, নাথ,
আছি পথ নিরখিয়া॥

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

এস শান্তি-কেতন ভ্রান্তি-মথন
লাঞ্ছিত-চির-বন্ধু,
এস পুণ্য-মূরতি দুর্জ্জন-গতি
চির-করুণা-সিন্ধু ;
এস শূন্য হৃদয় কুঞ্জে,
এস বান্ধব-হীন দগ্ধ-হৃদয়ে
লহ গো আবরিয়া॥

এস মুগ্ধ-নয়ন-নন্দন-বিভু
তৃষিত হৃদয়-রঞ্জন,
এস বঞ্চক পথ-কণ্টক,
এস, ত্রাসিত-ভীতি-ভঞ্জন ;
এস চির-নবীন-কান্তি
তব চারু-চরণ মধুর-পরশে
উঠিবে প্রাণ নাচিয়া॥

মনোহরসাই কীর্ত্তনের সুর।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(১৮)

দেখ্ না খুঁজে মনের মত
প্রাণের মানুষ কোথা আছে।
খোঁজার মত খুঁজিস যদি
দেখ্‌তে পাবি আপন কাছে॥

নিবায়ে ধরার বাতি
চোখ্ বুজে থাক্ দিবারাতি;
অহংবুদ্ধি দূর ক'রে দেখ্,
সে-ই রয়েছে তোরই খোঁজে॥

কার নাম ক'রে কারে ডাকি'
আপনারে দিলি ফাঁকি;
আপন ঘরে দেখ্‌না ঢুকে,
কে বিরাজে হৃদয়-মাঝে॥

তাঁরই ক্ষুধা, তাঁরই অন্ন,
কি আছে আর তাঁরে ভিন্ন?
তাঁরই কাজ সে-ই ক'রে যায়,
বুঝ্‌বি যেদিন মরবি লাজে॥

——

কীর্ত্তন—ভাঙ্গা সুর; গড়খেমটা

(১৯)

ওরে, সাঁঝের কুসুম, সাধ ক'রে কি
ফুটলি আঁধারে?
তোর, কেউ আছে কি এমন গোপন
আসবে নিশার অভিসারে?

কার সোহাগের-সমীরণে
ধুয়ে নেয় তোর সুবাস রাশি?
কোন্ বিরহীর দুখ্ দেখে তুই
আঁধার দিয়ে ঢাকলি হাসি?
যত তোর, গোপন-কথা প্রাণের ব্যথা
নিশীথে তুই বলিস্ কারে?

তোর হাসিতে হাসে কি ঐ
দূর গগনের লক্ষ তারা?
বিরহী কি জাগ্‌ছে নিশি
তোর পরাণের পেয়ে সাড়া?
কারে তুই ভালবাসি' জাগিস নিশি
দেখিয়ে কি দিবি মোরে?

——

আধুনিক—সুর।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(২০)

গেঁথেছি বন-ফুলের মালা,
পরলে আমার পরাণ পিয়া
আঁধার গেহ করবে আলা।

সারা জনম ঘুরে বনে
তুলেছি ফুল আপন মনে,
কত যে ফুল গেছে প'ড়ে
(এ যে) কোন্ জনমের ভাঙ্গা ডালা॥

যা ছিল, তাই যত্নে গেঁথে,
ব'সে আছি ল'য়ে হাতে ;
কার গলে দোলায়ে আমি
মিটাই কোটি জন্মের জ্বালা।

ভৈরবী

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(২১)

আমায় ডেকে নে তোর আঙ্গিনাতে।
আমি, ঘুরব কত পথে পথে ?

তোর, সকল কাজের সঙ্গী ক'রে
রাখ্ মা আমায় সাথে সাথে,
আমি, সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচাই
চরণ ধূলি মেখে মাথে।

দিলি, নিশি-দিন নিরাশার ব্যথা,
সকল আশায় দৈন্য ঢেলে,
ওগো, কাঁদছে আমার ব্যথার পরাণ
ঝাঁপ দিয়ে ঐ কোলে যেতে।
আমায়, রাখলি ফেলে এমন দেশে
মা হ'য়ে তুই কোন্ পরাণে ?
ওগো, আমায় দেখে সবাই কাঁদে,
ঝরল না জল তোর আঁখিতে।

প্রসাদী সুর

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(২২)

স্বপ্নে পেয়ে স্বপন-দেশের ধন,
তারি মাঝে ডুবিয়ে দিলি মন।

সবই তার নিবি সঙ্গে
স্বপনের জীবন-ভঙ্গে
এই করেছিস পণ।

লুকায়ে রাখতে তারে,
কি যে এক অন্ধকারে
হলি রে মগন।
এখন, আপনারে আপনি খুঁজে
মরিস অনুক্ষণ।

—

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(২৩)

আমায়, একলা পথে ফেলে ;
মা হ'য়ে তুই কোন্ পরাণে
অন্য পথে গেলি চ'লে।

যেথা, বলতে আপন নাই কোন জন
দরদী না মেলে,
যেথা, দিন-যামিনী কাঁদলে মাগো
কারো আঁখি নাহি গলে।

করি,' সৃষ্টি-জোড়া দিন-মজুরী
আর চলে না দেহ-তরী,
এখন, ঠেকেছি মা সব হারায়ে
শূন্য মরু কূলে।

মাগো, মরীচিকার নিরাশ ছলায়
কদিন থাকা চলে ?
তুই, ভাঙ্গিস না মোর মায়ের গরব,
টেনে নে তোর পাষাণ কোলে।

—

সুর—বাউল-একতালা

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

(২৪)

আমার, যা কিছু সব লওগো কেড়ে,
মন দিয়ে যাও ফিরায়ে।
আমার, দশ দিকে দেও অনল জ্বেলে,
মনের আগুন নিবায়ে।

নিবে যাক এ ধরার বাতি,
চাই নে দিবস, চাই নে ভাতি,
ঢাকো আমায় আঁধার দিয়ে,
কেবল, জ্ঞানের বাতি জ্বালায়ে।
হউক এ ধরা বন্ধু-শূন্য,
হউক হে ভূষণ দুঃখ-দৈন্য,
সকল আশা ভেঙ্গে রাখ
তোমার আশায় জাগায়ে।

চাই না আমি বুদ্ধি-বিদ্যা,
আমার, সকল সত্য কর মিথ্যা,
কেবল তুমি আছ সদাই কাছে
তাই কাণে দেও শুনায়ে।

---

(২৫)

যদি, করুণা করিছ হে দয়াল মোরে
টানিয়া লইতে কাছে,—
তবে, দেখিতাম আমি পারি কিনা দিতে
যা-কিছু পরাণে আছে।

তোমার শাসন মানিয়া চলিছে
গগনে মিহির-ইন্দু
কোটি গ্রহতারা মহাকাশে ঐ,
ভূতলে বিষাদ-সিন্ধু,
তুমি, পার না-কি প্রভু মোরে গ'ড়ে নিতে
বাঞ্ছিত তব কাজে ?

চির-লাঞ্ছিত এ হৃদি আমার
কি জানি করিতে সেবা,
প্রীতি-ভকতি কিছু নাহি মোর,
ও চরণে দিব কিবা ?
কৃপা করি' তুমি যা-পার কর গো,
কহিনু তোমারি কাছে।

(মনোহরসাই, কীর্ত্তনের স্থর)

(২৬)

যদি, কোলে নিতে লাজ বাস নাথ,
না হয় নিও নিরজনে,
যদি আপন বল্‌তে বাঁধে মুখে,
না হয় ব'লো মনে মনে।

যদি, চাইতে হরি আমার পানে
নয়ন নাহি চায়,
তবে, মুখ ফিরিয়ে হাত বুলিও
আমার সারা গায়!
আমায়, জানতে দিও তুমি আছ
চির-বন্ধু দুখের দিনে ॥

তোমার, পরশ পেলে পড়বে ঝ'রে
যত ধূলি-কাদা,
টুট্‌বে হরি সকল বাঁধন,
ঘুচবে যত ধাঁধা;
ছুটবে আমার অলস পরাণ
তোমার চরণ-পানে।

———

(২৭)

বেদনার পরে কত না বেদনা
পাইলি এ ভাঙ্গা বুকে,
তবু না শিখিলি আপন বাঁচায়ে
দুদিন রহিতে সুখে।

বিমুখ করিলি যত নিজ-জনে,
যতন করিলি খলে,
দুখের পসরা ঢালি' যারা তোর
প্রাণ কেড়ে নিল ছলে।

তাদের লইয়া বাঁধিলি ভবন,
করিলি তাদের সেবা,
না চিনিলি তোর নিজ প্রয়োজন,
নিদানে তাহারা কেবা।
হেন অভাগায় কেবা দিবে ঠাঁই,
কে কহিবে মধুবাণী,
ভুবনে যে জন সবারি আপন
সে যদি না মুছে গ্লানি?

(শান্তি পরিশিষ্ট সমাপ্ত)

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

শান্তি

সূচীপত্র

গানের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক	গানের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
অকৃতজ্ঞ	১৫	জিজ্ঞাসা	৩৯
অনিত্যতা	৫০	তাই ভালবাসি	৭৫
অনুযোগ	১৪	তাঁরই	৭৩
অন্বেষণ	৩১	তুমি	৪০
অপরাধী	৭১	দয়াময়	৩৮
অসময়ে	৪৫	দীন আশা	৫৬
আত্মদান	৪৯	দুর্গতি	৬৮
আত্ম-শোধন	৬১	নিবৃত্তি	৬৩
আনন্দ-বাজার	১৬	নিবেদন	২৬
আবদার	৬৬	নির্ভর	৩৪, ৭০
আর কেন ?	৯	পরিদেবনা	৩৫
উৎকণ্ঠা	৫৮	প্রিয়জন	৭
ঔদাস্য	২৯	পুণ্য-ভূমি	৮
কবে	৩৩	পুণ্য-সলিলা	২৫
কামনা	১২	প্রীতি-মাল্য	৭৭
কেন ভালবাসি ?	৭৬	বিবর্ত্ত	১১
কোথা	২৮	বিধাতা	৩৬
চিরদুঃখী	৫৪	বিশ্লেষণ	৪৩
জগজ্জননী	৩০	ভিক্ষা	৫১
জননী	৪৭	ভুল	৪১

গানের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক	গানের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভ্রান্ত	৩২	সন্দিগ্ধ আশা	৭৯
মাগো	৫২	সমর্পণ	৪৮
মায়া	২৭	স্বপ্নপুলক	১৯
যমুনা	২০	স্পর্শ-পুলক	২৪
রূপ-বিলাস	২২	স্মৃতি-চিহ্ন	৭৮
সঙ্কোচ	১৭	হৃদয়কুঞ্জ	২৩

গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
অসময়ে কেন তবে সে মূরতি দেখালে	৪৫
আজিও যমুনে বহিছ তেমনি	২০
আপন প্রাণে আপনি বেড়াই	২৯
আমায়, উষার অরুণ পারলে না কো	৮৩
আমায় একূলা পথে ফেলে	১০৭
আমায় ডেকে নে তোর আঙ্গিনাতে	১০৫
আমায় তাড়াও তোমার রাজ্য হ'তে	১৫
আমার আনন্দ-বাজার	১৬
আমার দীন আশাটুকু পূরাইতে যদি	৫৬
আমার হৃদয়ের প্রীতি-কুসুমের মালা	৭

গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
আমার যা কিছু সব লও গো কেড়ে	১০৮
আমি আর যেন ফিরে না আসি	৬৩
আমি কোন্ লাজে আজ ডাকিব তোমারে	১৭
আমি, তাই তোমারে ভালবাসি	৭৫
আমি ন'লে না জানতেম নাথ	১৪
আমি নিজে অপরাধী তবু গো অপরে	৭১
(আমি) পথের ধূলি হাতে তুলি'	৯৯
আমি মুক্তি চাই না তোমার কাছে	৪৮

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
এখনো আছেরে বেলা	৮২
এই ভাবের বাজারে	৯৫
এস দীপ্ত-মিহির চন্দ্র-কিরণে	১০০
এস গো দেবতা হৃদয়-কুঞ্জে	২৩
ওরা জানে শুধু ছলনা	১২
ওরে, সাঁজের কুসুম, সাধ করে কি	১০৩
ক'দিন যাবে এভাবে ?	৫০
কবে ছুটিব তব পন্থে সংসার-কারা করি' ভঙ্গ	৮১
কবে দিবে গো প্রভু হৃদয়ে আঁকিয়ে	৩৩
কে আমায় পরিয়ে দিল	৭৭
কে জানে বল্ দুখীর দুঃখ জগজ্জননী	২৬
কেন ভাবনা আসে মনে ?	৮৭
কেন ভুলে তাঁরে আছ রে আঁধারে	৯
কেমনে আর পাবি রে সেজন	৬১
কোথা, হৃদয়-গগন-ইন্দু	২৮
কোন্ সাধে তুই গড়েছিলি আমার মত মন্দ ছেলে	৯২

গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
গেঁথেছি বন-ফুলের মালা	১০৪
ঘুম পাড়াতে মন্দ ছেলে	৯৩
জান্তে কি তোর আছে বাকী	৪৯
জানি না, কেন তারে ভালবাসি	৭৬
জানি না, কোথা আমার যেতে হবে	৩১
ডুবিয়ে দে তোর রূপসাগরে	২২
তবে হেথায় ভাল কার বা লাগে	৭৯
তাঁরে ডাক্‌তে আবার দিন কি রাতি	৭৩
তুই কি আমার সেই জননী	৩০
তুই চিন্‌লি না সেই আপন জন	৯৮
তুই ছাড়লি কেন সব ভরসা	৯৭
তুমি না ডাকিলে প্রভুগো আমার	৩৬
তুমি পার না কি গো দেবতা	৩৫
তুমি যদি রাখ্‌তে নার	৭০
তুমি শান্ত শুদ্ধ সরল	৪১

গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
তোর এত বড় জগৎ মাঝে	৫৪
তোর সকল কর্ম্ম যাচ্ছে হয়ে	৪৩
তোরে এমন বুদ্ধি কেবা দিল ?	৩২
তোর করুণাময় ভরসা-বারি সিঞ্চনে	৫১
দুদিনে সব ফুরায়ে যায়	১১
দয়াল প্রভুহে, প্রভুহে	৫৮
দেখ্‌না খুঁজে মনের মত	১০২
ধন্য আমি অমন মায়ের হয়েছি ছেলে	৯০
না ডাকতে যাঁর এত দয়া	৮৯
(আমি) পথের ধুলি হাতে তুলি'	৯৯
পাখীরে তোরাই শুনা গান	৮৪
পুণ্য-মহিম শান্তি-সলিল ধৌত	৮
পুণ্য-সলিলে ! পুণ্য-সলিলে	২৫
প্রভু, মুগ্ধ-হৃদয়-চির-রঞ্জন হে	৪০
বল ভু'লে কেন নাথ এ দীনে ?	৬৬
বিফলে গেল গো জীবন বহিয়া	৬৮

গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
বেদনার পরে কত না বেদনা	১১১
মাগো এ নিশার কি হবে না ভোর ?	৩৯
মাগো যতনে কে ডাকিবে মোরে ?	৫২
মাগো স্বপন ফুরাল স্বপনে	১৯
মাঝি হে, কোন্ ঘাটে বেঁধেছ তরী	৮৬
যদি, করুণা করিয়া হে দয়াল মোরে	১০৯
যদি, কোলে নিতে লাজ বাস নাথ	১১০
যবে তোমারি করুণাস্নেহ ভাবি হৃদে	২৭
যে পাখী আপন মনে কোন্ গহনে	৯৬
শান্তিময় তব প্রেমকণা পরশে	২৪
শান্ত-সুরভি-মাখা আশিষ-কুসুমে	৩৮
শেফালি, ও শেফালি	৮৫
সাধিতে তোমারি কি যে বাসনা	৩৪

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

গান	পৃষ্ঠাঙ্ক	গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
সুধু সে রেখে গেল চরণ-রেখা গো !	৭৮	স্বপ্নে পেয়ে স্বপন-দেশের ধন	১০৬
সেই আমার জননী	৪৭		

ভ্রম-সংশোধন

"শান্তি" পৃষ্ঠা ১০৯তে ২৫নং সঙ্গীতের প্রথম পংক্তি "যদি করুণা করিছ" না হইয়া "যদি করুণা করিয়া" হইবে।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

বিরচিত

মন্দির

মূর্চ্ছনা

মঙ্গল-মুরলী

মধুমল্লার

চারিটি সঙ্গীত গ্রন্থ

অনবদ্য সঙ্গীতের যেন নির্ঝরিণী-ধারা। কবিতায় কবিতা—আবৃত্তির পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য, গানে গান, সুরলয় সহযোগে সঙ্গীতের পক্ষে প্রাণ-মনোরম, শব্দবিন্যাসের অসাধারণত্বে, অর্থের সরলতায়, ভাবের উচ্চতায়, ছন্দের বৈচিত্র্যে ইহারা অতুলনীয়।

প্রতিটির ধর্ম্মার্থ শুল্ক ৩৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র.

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট বারাণসী-১.

(লাক্সা পুলিস চৌকির পিছনে)

ফোন—৬৫৬৮৭

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব-প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। সরল ব্রহ্মচর্য্য	১.০০
২। অসংযমের মূলোচ্ছেদ	১.০০
৩। জীবনের প্রথম-প্রভাত	০.৭৫
৪। আদর্শ ছাত্রজীবন	১.০০
৫। আত্মগঠন	২.০০
৬। সংযম সাধনা	৩.০০
৭। দিনলিপি	১.২৫
৮। স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব	১.৫০
৯। প্রবুদ্ধ যৌবন	১.৫০
১০। কুমারীর পবিত্রতা (১ম, হইতে ষষ্ঠ খণ্ড) প্রতিটি	১.০০
১১। নবযুগের নারী	১.৫০
১২। গুরু (চতুর্থ সংস্করণ)	৭.০০
১৩। অখণ্ড-সংহিতা (২য় হইতে ৭ম এবং ১৪শ হইতে ১৮শ প্রতিটি মূল্য ৫.০০, ১ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১৯শ, ২০শ, ২১শ খণ্ডের প্রতিটি	৬.০০
১৪। মন্দির [গানের বই]	৫.০০
১৫। মূর্চ্ছনা [গানের বই]	৫.০০
১৬। মঙ্গল-মুরলী [গানের বই]	৫.০০
১৭। মধুমল্লার [গানের বই]	৫.০০
১৮। সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ	৩.০০
১৯। নববর্ষের বাণী	১.৫০
২০। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য	৬.০০
২১। বিবাহিতের জীবন-সাধনা	৫.০০
২২। সধবার সংযম	৫.০০
২৩। বিধবার জীবন-যজ্ঞ	১.২৫
২৪। কর্ম্মের পথে	১.৫০
২৫। কর্ম্ম-ভেরী	১.৫০
২৬। আপনার জন	২.৫০
২৭। পথের সাথী	২.০০
২৮। পথের সন্ধান	২.০০
২৯। পথের সঞ্চয়	১.৫০
৩০। সাধন পথে	২.০০
৩১। ধৃতং প্রেম্না (১ম হইতে ৩৪শ খণ্ড) প্রতিটি খণ্ড	১.৫০
৩২। বন-পাহাড়ের চিঠি [১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড] প্রতিটি	১.৫০
৩৩। শান্তির বারতা [১ম হইতে ৩য় খণ্ড প্রতিটি)	১.৫০
৩৪। সর্পাঘাতের চিকিৎসা	০.৫০
৩৫। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা	১.০০
৩৬। সমবেত উপাসনা	১.৫০
৩৭। His Holy Words	0.50

হিন্দী অনুবাদঃ—(১) কর্ম্মের পথে ১.৫০ (২) সংযম-সাধনা ২.৫০ (৩) আত্মগঠন ২.০০ (৪) কুমারীর পবিত্রতা ১.০০ (৫) সরল ব্রহ্মচর্য্য ১.০০

অর্ডারের সহিত সর্ব্বদা অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকব্যয় ভিঃ পিঃ করা হয়। বিনা অগ্রিমে ভিঃ পিঃ করার নিয়ম নাই।

অযাচক আশ্রম, ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee, TK, Dhanbad

শান্তি

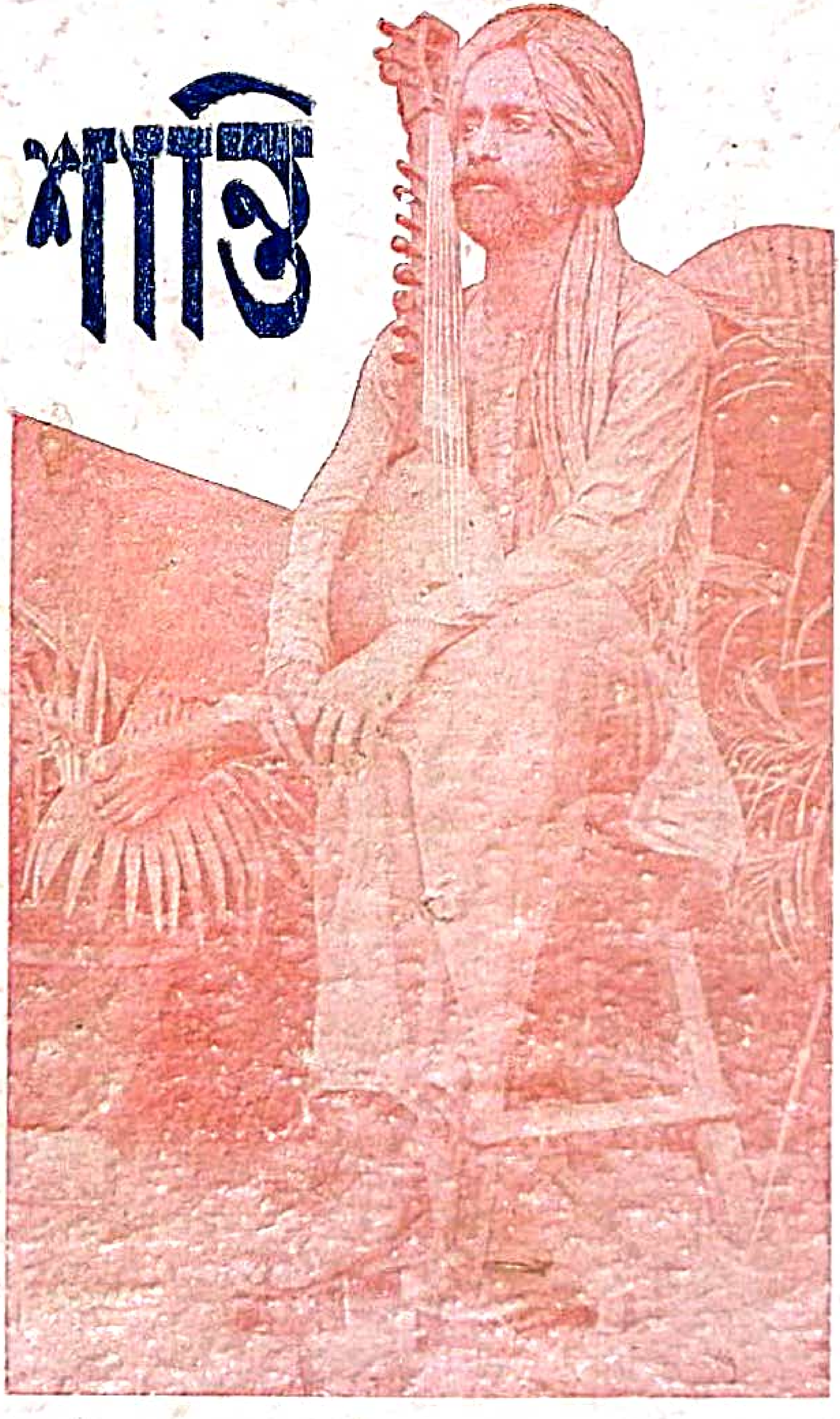

সাধক-কবি

সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়